খুলনা

সৌন্দর্যে সম্পদে সমৃদ্ধ

খুলনা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
Cabinet Division

জেলা প্রশাসন, খুলনা
District Administration Khulna

Aspire To Innovate (a2i)
ICT Division

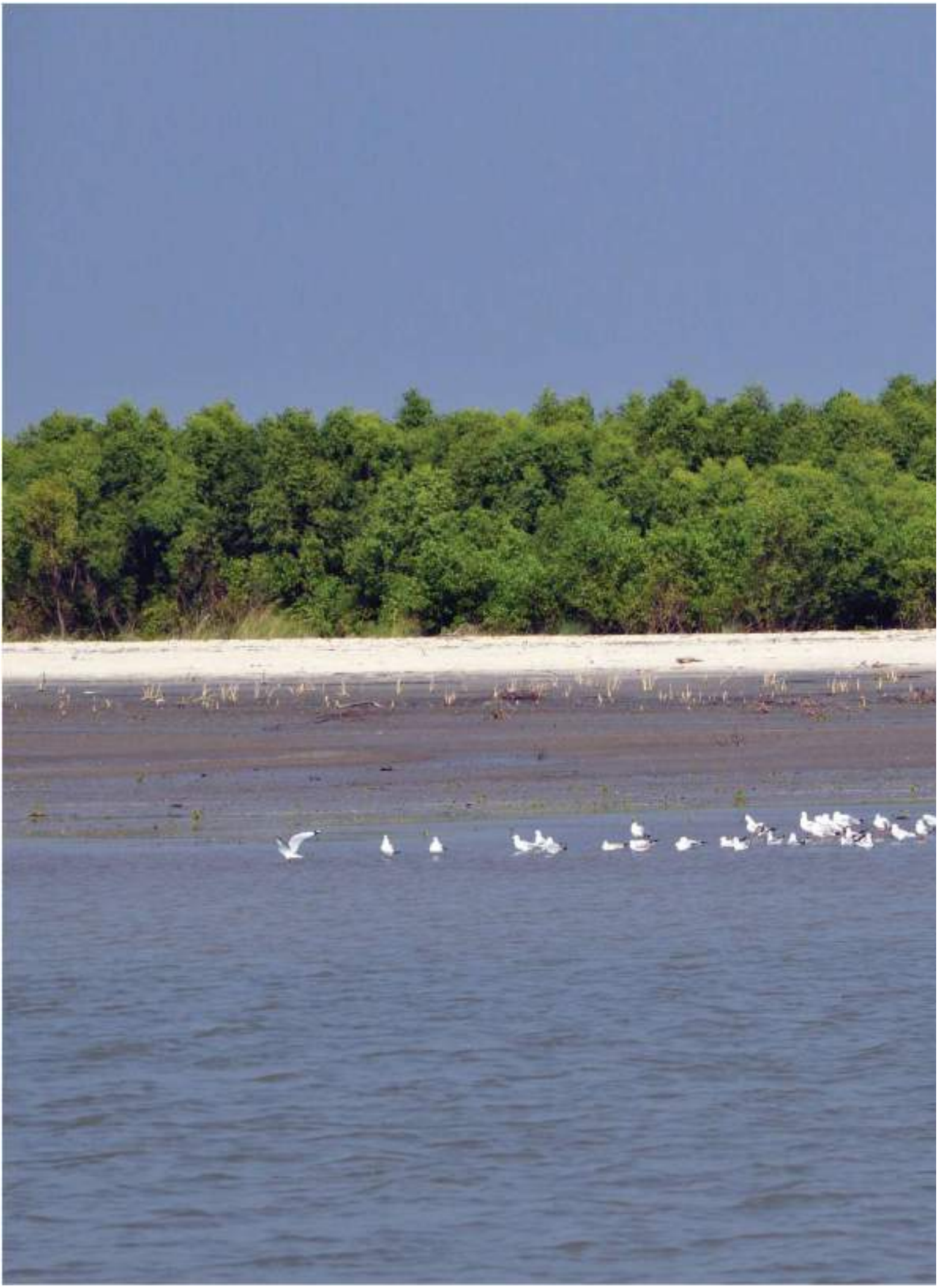

সৌন্দর্যে সম্পদে সমৃদ্ধ

খুলনা

Rich Khulna In Beauty & Resources

Directed by
Aspire to Innovate (a2i)
Program, Prime Minister's Office

Overall Supervision
Cabinet Division

Plan & Patronization
Mohammad Helal Hossain PAA
Deputy Commissioner, Khulna

Edited by
Ziaur Rahman PAA
Additional Deputy Commissioner
(Revenue), Khulna

Copyright
District Administration, Khulna

Date of Publication
March, 2021

Price
1,000 Tk.
20 USD

Cover Design
Shekar Kumar Biswas
Ankur, Khulna

Printing
Procharoni Printing Press, Khulna
Phone : 01711275484

Published by
District Administration, Khulna

সৌন্দর্যে সম্পদে সমৃদ্ধ খুলনা

দিক নির্দেশনায়
এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই)
প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

পরিকল্পনা ও পৃষ্ঠপোষকতায়
মোহাম্মদ হেলাল হোসেন পিএএ
জেলা প্রশাসক, খুলনা

সম্পাদনায়
জিয়াউর রহমান পিএএ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
(রাজস্ব), খুলনা

স্বত্ব
জেলা প্রশাসন, খুলনা

প্রকাশকাল
মার্চ, ২০২১

শুভেচ্ছা মূল্য
১,০০০ টাকা
২০ ইউএস ডলার

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
শেখর কুমার বিশ্বাস
অংকুর, খুলনা

মুদ্রণ
প্রচারণী প্রিন্টিং প্রেস, খুলনা
ফোন : ০১৭১১২৭৫৪৬৪

প্রকাশনায়
জেলা প্রশাসন, খুলনা

সৌন্দর্যে সম্পদে সমৃদ্ধ

খুলনা

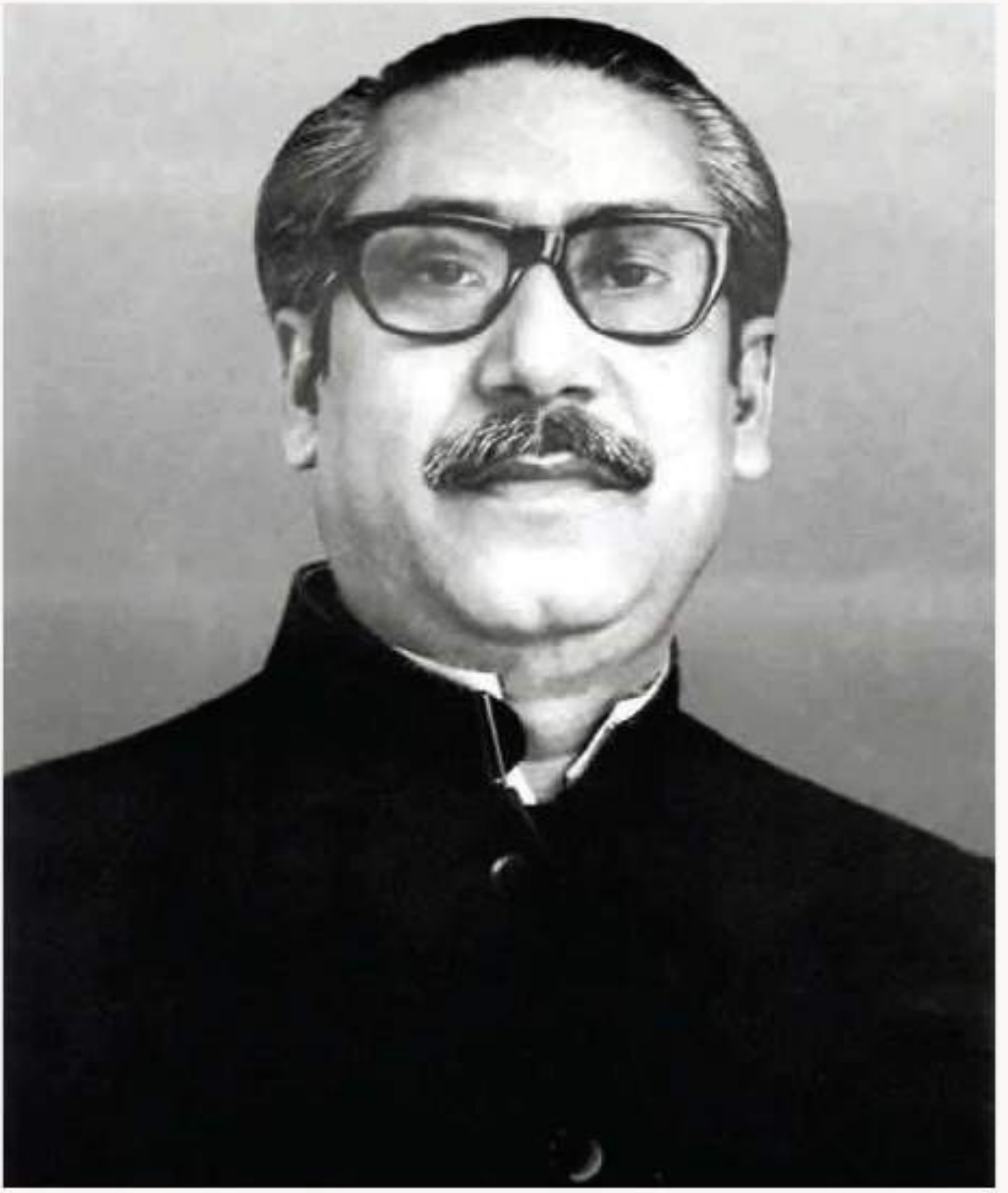

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

The Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Honorable Prime Minister Sheikh Hasina

Government of the People's Republic of Bangladesh

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: cab_secy@cabinet.gov.bd

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এই পথ-পরিক্রমায় বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং দেশের প্রতিটি জেলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশ। আর এই লক্ষ্যেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জেলা-ব্র্যান্ডিং কৌশল জারি করেছে।

জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হলো - 'ব্র্যান্ড বুক'। জেলা-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে ব্র্যান্ড-বুকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা প্রশাসন ব্র্যান্ড-বুক এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়নে এই 'ব্র্যান্ড-বুক' কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জেলা ব্র্যান্ড-বুক প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম)

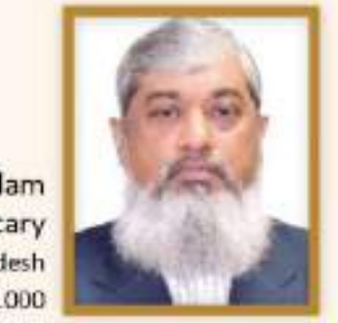

Khandker Anwarul Islam
Cabinet Secretary
Government of the People's Republic of Bangladesh
Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000
E-mail: cab_secy@cabinet.gov.bd

Message

Bangladesh is moving forward boldly on the fast lane of development under the leadership of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. To this end government is determined to uplift Bangladesh to a middle income country by 2021 and a high income country by 2041. It requires integrated initiatives and tapping the economic potential of each district. District branding initiatives are being implemented under the supervision of Cabinet Division and with the support of a2i programme. Cabinet Division has already issued district branding strategies accordingly.

One of the most significant elements of district branding is 'Brand-Book'. It has a crucial role to expedite the district-branding activities. I am delighted to know that the second edition of Brand-Book is being published.

I extend my warm wishes to all involved with the publication of the second edition of the district 'Brand-Book'.

(Khandker Anwarul Islam)

ড. আহমদ কায়কাউস
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

একটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহ কে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই জেলা-ব্র্যান্ডিং-এর মূল অভিলক্ষ্য। জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা বিকাশের বহুবিধ অধিক্ষেত্র রয়েছে যেমনঃ পর্যটন, পণ্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য বা কোনো জনমুখী উদ্যোগ। জেলা-ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং জেলার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায় ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পর্যটনের সঙ্গে জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া জেলা ব্র্যান্ডিং প্রান্তিক পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে বেগবান করবে। ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ের উদ্যোগসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার যোগসূত্র স্থাপনেও সহায়তা করবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় বাংলাদেশের সকল জেলা ইতোমধ্যে তাদের ব্র্যান্ডিং-এর বিষয় নির্ধারণ, লোগো তৈরি এবং ত্রিবার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। জেলা-ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে জেলা সমূহ যে বিস্তৃত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে একটি হলো ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশনা। ব্র্যান্ড-বুকের পরবর্তী সংস্করণসমূহের জন্য এটি যেমন ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে, তেমনি জেলা-ব্র্যান্ডিং-এর পরিক্রমায় একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবেও স্বীকৃত হবে।

তথ্য সমৃদ্ধ ও নান্দনিক জেলা ব্র্যান্ড-বুক এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জেলা প্রশাসন, এটুআই এবং উক্ত প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং জেলা-ব্র্যান্ডিং কাজের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(ড. আহমদ কায়কাউস)

Dr. Ahmad Kaikaus
Principal Secretary
Prime Minister's Office
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

Message

Socio-economic development is the main objective of district branding by focusing of the uniqueness of a district. Each District has diverse sectors to develop is unique potential, such as-tourism, products, history and heritage of any citizen-centric initiative. District branding is playing an important role in preserving the history and culture of districts, developing the tourism industry, assisting in the implementation of the 'One District One Product' program and identifying and preserving indigenous products of districts. Therefore, the overall objective of district branding is to contribute to the implementation of the current government vision of building a middle-income country by 2021 and a developed and prosperous Bangladesh by 2041.

District-branding is closely linked to tourism. Moreover, district branding will foster initiatives at the grassroots level and accelerate economic activities. Simultaneously, it will pave the way for establishing further linkage between local level and concerned policy making department/division and ministries.

With the help of a2i program and mentored by Cabinet Division and ICT Division, all districts of Bangladesh have already identified their branding issues, innovated logos and formulated three-year implementation plans. The publication of brand-books is one of the wide-ranging endeavours taken by the districts to make district branding known at home and aboard. It will serve as a basis for subsequent editions of the brand-book and be recognized as a significant document in the chronicle of district branding.

I sincerely thank the Cabinet Division, District Administration, a2i and everyone involved in the publication of second edition of an innovative and well-designed brand-book and wish overall success.

(Dr. Ahmad Kaikaus)

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফোন: +৮৮ ০২৪১০২৪০৩১
ই-মেইল: secretary@ictd.gov.bd

বাণী

একটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই জেলা-ব্রান্ডিংয়ের মূল অভিলক্ষ্য। জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা বিকাশের নানাবিধ ক্ষেত্র রয়েছে যেমন: পর্যটন, পণ্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য বা কোন জনমুখী উদ্যোগ। জেলা-ব্রান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং জেলার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায়, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানই জেলা- ব্র্যান্ডিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পর্যটন ও বাণিজ্যের সঙ্গে জেলা-ব্রান্ডিংয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনার বিকাশে জেলা-ব্রান্ডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড-সহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ একযোগে কাজ করতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ বিষয়ে সব ধরণের সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

দেশের জেলাসমূহকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে জেলা প্রশাসন যে বিস্তৃত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে একটি হলো ব্রান্ড-বুক প্রকাশনা। ব্রান্ড-বুকের পরবর্তী সংস্করণসমূহের জন্য এটি যেমন ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে তেমনি জেলা-ব্রান্ডিংয়ের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবেও স্বীকৃত হবে।

একটি তথ্যসমৃদ্ধ ও নান্দনিক ব্রান্ড-বুক তৈরির জন্য আমি জেলা প্রশাসন খুলনা, এটুআই, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং উক্ত প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং জেলা-ব্র্যান্ডিং কাজের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(এন এম জিয়াউল আলম পিএএ)

N M Zeaul Alam PAA
Senior Secretary
ICT Division
Govt. of the People's Republic of Bangladesh
Phone: +88 0241024031
E-mail: secretary@ictd.gov.bd

Message

The mission of district branding is to achieve socio-economic development through promoting the uniqueness and the potentials of each district. The districts have diverse potentials such as tourist sites, commercial products, famous foods, history and tradition as well as peoples' welfare-centric initiatives. District branding plays an important role in safeguarding and fostering history, tradition and culture of the districts, developing tourism industry, implementing **'one district one product'** programme and identifying and preserving the geographical indications (GIs). One of the main objectives of district branding is to provide support in realizing the vision of the present government to become a middle income country by 2021 and a prosperous and developed nation by 2041.

District-branding is closely linked with tourism and business. This initiative can play an important role in unleashing the potentials of tourism in Bangladesh. In this regard, all government and non-government organizations, including Cabinet Division, Ministry of Public Administration, Ministry of Civil Aviation and Tourism, Ministry of Cultural Affairs, Bangladesh Parjatan Corporation, Bangladesh Tourism Board can work together. ICT Division is ready to provide all-out support.

One of the important initiatives of the District Administration to promote district branding at home and abroad is the publication of Brand Book. This document will be a foundation for the future editions and at the same time will also be treated as a landmark publication in the history of district-branding.

I congratulate District Administration Khulna, a2i, Cabinet Division and all concerned for publishing such an impressive and informative Brand Book and wish the district branding initiative all the success.

(N M Zeaul Alam PAA)

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য নেতৃত্বে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এ মহাযাত্রায় জেলা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা বহুমাত্রিক। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে বাংলাদেশের সকল জেলা প্রশাসন নিজ নিজ জেলার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, পর্যটন, পণ্য উদ্যোগ এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমন্বয়ে সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশে জেলা-ব্র্যান্ডিং নামে বিপুল কর্মযজ্ঞ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

একটি জেলার অমেয় সম্ভাবনাকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-ই জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের মূল অভিলক্ষ্য। জেলা-ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন-শিল্পের বিকাশ, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং জেলার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। জেলার বিখ্যাত পণ্যের প্রসার, বিশেষ কোন উদ্যোগের বাস্তবায়ন এবং পর্যটন শিল্পের সুচারু বিকাশে জেলা-ব্র্যান্ডিং অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় ও জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সকল জেলায় ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে কার্যকররূপে তুলে রাখতে জেলা ব্র্যান্ডবুক এবং দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি প্রত্যাশা করি জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের প্রচার এবং সমৃদ্ধিতে এই ব্র্যান্ড-বুক কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জেলা ব্র্যান্ড-বুক এর প্রকাশনায় সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(শেখ ইউসুফ হারুন)

Shaikh Yusuf Harun
Secretary
Ministry of Public Administration
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

Message

Bangladesh is moving forward with an indomitable pace under the unique leadership of honorable Prime Minister Sheikh Hasina. In the way towards this development the contribution of district administation is multi-dimensional. In order to achieve Sustainable Development Goals, all the district administrations of Bangladesh have taken enormous initiatives of district-branding for proper growth of the districts unique potentialities with their distinct characteristics, tourism, products, initiatives, history and heritage.

The main objective of district branding is socio-economic development by mounting the distinction and the potentialities of a district. District-branding has been playing an effective role in preservation and practice of history, heritage and culture of the district along with development of tourism industry, supporting the implementation of one district one product program and identifying and preserving geographical indications of the district. District branding can play an extraordinary role in the expansion of district's famous products, implementation of special initiatives and smooth development of tourism industry.

I am delighted to know that by the supervision of Cabinet Division and under the leadership of district administration with support from a2i all the districts are going to publish brand book to underline the branding activities. I hope that, these books will facilitate the promotion and enrichment of district branding activities.

I sincerely thank all providing efforts in publishing of the brand-book.

(Shaikh Yusuf Harun)

ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, পিএএ
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা অনন্য বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনায় ভরপুর। কোনো জেলায় রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পসরা সাজানো, কোথাও বা লোকজ ঐতিহ্য কিংবা শিল্প-সাহিত্যে সমৃদ্ধ। আবার কোনো জেলা কৃষিজ পণ্যের জন্য বিখ্যাত, কোনো জেলা ঐতিহ্যবাহী খাবারের জন্য প্রসিদ্ধ। দেশের প্রতিটি জেলার এ সকল বৈশিষ্ট্যকে শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমৃদ্ধি আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বিশ্ববাসীকে জানানোর মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য 'জেলা ব্র্যান্ডিং' অনন্য ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন একটি উদ্যোগ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে অমিত সম্ভাবনার দেশ-বাংলাদেশ। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' তথা মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। এই রূপকল্পসমূহ অর্জনে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসাবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে এটুআই প্রোগ্রাম জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিতে এবং সফল করতে প্রতিটি জেলার জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের সার্বিক কার্যক্রমকে চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপনের একটি অনন্য প্রয়াস হচ্ছে ব্র্যান্ড-বুক। এই ব্র্যান্ড-বুক জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং পরবর্তীতে যাঁরা ব্র্যান্ডিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন তাঁদের জন্য জ্ঞান-ভান্ডার হিসাবে কাজ করবে। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও বিষয়সমূহ উপস্থাপনের ফলে এই বইটির ব্যবহারের পরিধি নিশ্চিতভাবে বেড়েছে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, জেলা-ব্র্যান্ডিং বুকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা এ জেলার ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে তুলে ধরতে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট থেকে যাঁরা এই প্রকাশনাটি সম্পন্ন করেছেন আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, পিএএ)

Dr. Md Abdul Mannan, PAA
Project Director (Additional Secretary)
Aspire to Innovate (a2i) Programme
ICT Division, Ministry of Posts,
Telecommunications and Information Technology
Government of the People's Republic of Bangladesh

Message

Each and every district of Bangladesh possesses some unique features and potentials. Some parts of this land have elegant natural while the other parts have historical archetypes and antiques. Also the most parts of this land have abundance of agricultural products with lots of fruits and crops. The folk arts and cultural heritages of this country have significant history and practices as well. All the unique features and characteristics of the very parts of the country need to be flourished not only inside the country but also to the rest of the world to let everyone know about the beautiful Bangladesh and to attract Foreign Direct Investment. In this prespecitive district branding is a unique approach.

Bangladesh has been pacing forward with significant progress in economic and social indicators led by Honourable Prime Minister Sheikh Hasina, to build 'Sonar Bangla' the dream of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The Present government is committed to build 'Digital Bangladesh' by 2021 and a happy and prosperous country by 2041. To realize these visions, the government has taken up massive programmes. As part of these programmes to accelerate the momentum of development, the initiative of 'District Branding' has been undertaken by the a2i programme of ICT Division.

Brand-Book is a unique effort to impressively demonstrate the overall activities of district branding. This book is serving as a knowledge base for planning and implementing district-branding and for those who will be subsequently associated with this initiative. Bilingual feature of this book has certainly added an extra advantage regarding its use.

I am absolutely delighted that the second edition of Brand-Book is going to be published which will play a crucial role showcasing district branding at home and abroad.

My heartfelt thanks go to the Cabinet Division, a2i team, Distric Administration and all concerned with this singificant publication.

(Dr. Md Abdul Mannan, PAA)

মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার
খুলনা

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বদ্ধ পরিকর। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ ভিশন-২০২১, এসডিজি-২০৩০ এবং ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন আজ উন্নয়নের মূলমন্ত্রে পরিণত হয়েছে, সঞ্চারিত হয়েছে কোটি বাঙালির মনে প্রাণে। উন্নয়নের এ অগ্র যাত্রাকে আরো বেগবান করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই এর যৌথ উদ্যোগে 'জেলা ব্র্যান্ডিং বুক' প্রণয়ণ করা হয়েছে।

অবস্থানগত দিক দিয়ে খুলনা জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে অবস্থিত। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে খুলনার জেলার ভৌগলিক অবস্থান, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ ও দর্শনীয় স্থান ইত্যাদি ও সামগ্রিক বর্ণনা দিয়ে জেলা ব্র্যান্ড বুক প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর পরিমার্জন ও সংশোধনের কাজ চলছে জেনে আমি আনন্দিত। এই সৃজনশীল কাজের সাথে জড়িত সবাইকে আমি ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

দাপ্তরিক দলিল হিসেবে খুলনার ব্র্যান্ড পণ্যের পরিচিতি, প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা, ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য ও বিপণন বার্তা সম্বলিত এই ব্র্যান্ড বুকটি দেশে ও বিদেশে এ জেলার পরিচিতিকে আরো সুস্পষ্ট করবে বলে আমি আশা করি।

২১/০৬/২০২১

(মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি)

Md. Ismiel Hossain ndc
Divisional Commissioner
Khulna

Message

Hon'ble Prime Minister Sheikh Hasina, the worthy daughter of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, is determined to build Bangladesh 'the golden Bengal' as he dreamt of. The present government has taken various development initiatives to implement Vision-2021, SDG-2030 and Vision-2041 including ensuring transparency and accountability. Today, Bangabandhu's dream has become the keynote of development. It has been transmitted to the minds of millions of Bengalis. To accelerate this progress of development, a book 'District Branding Book' has been prepared with a joint venture of the Cabinet Division and a2i.

Geographically, Khulna district is located in the southwestern part of Bangladesh, adjacent to the Sundarbans. With the initiative of district administration, a district brand book has been prepared with an overall description of the geographical location, history, heritage, liberation war and places of interest of Khulna district and I am happy to know that its refinement and revision work is underway. I thank and show my gratitude to everyone involved in this creative work.

I hope that this brand book with the introduction of Khulna brand products as an official document, necessary directions, geographical feature and marketing message will make the clear identity of this district at home and abroad.

(Md. Ismiel Hossain ndc)

মোহাম্মদ হেলাল হোসেন পিএএ
জেলা প্রশাসক
ও
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা

বাণী

আবহমান বাংলার ঐতিহ্যে লালিত নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ লীলাক্ষেত্র দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় জেলা খুলনা। সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধ ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার খুলনা। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সেকেন্ড রাজনৈতিক হোম' হিসেবে খ্যাত খুলনা জেলা। জাতির পিতার স্মৃতি এ জেলাকে মহিমান্বিত করেছে এক অনন্য মাত্রায়। আর তাইতো সামগ্রিক বিবেচনায় খুলনা হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পনগরী।

ইতিহাস-ঐতিহ্যে অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর বঙ্গোপসাগর ও সুন্দরবনের কোলঘেষা উপকূলীয় জেলা খুলনা। রূপসা নদীর মোহময় রূপের মুগ্ধতার কারণেই হয়তো কবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বকুলতলায় বসে রচনা করতে পেরেছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস 'কপালকুন্ডলা'। শিল্প, ইতিহাস, ঐতিহ্য যেমন সমৃদ্ধ তেমনি বিখ্যাত মনীষীদের জন্ম এবং আগমনে গৌরবান্বিত। জাতির পিতা একাধিকবার রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিমিত্ত খুলনায় আগমন করেছেন। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মস্থান খুলনা। এখানে রয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃপুরুষের ভিটা এবং শ্বশুরবাড়ি। মহাত্মা গান্ধী ও পীর খান জাহান আলী (রহ:) এর আগমন ঘটেছিল এই খুলনায়। এছাড়া খুলনা শহরে আছে শত বছরের পুরাতন স্থাপনা এবং মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য স্মৃতিচিহ্ন।

শিল্পনগরী হিসেবে খুলনা সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। জাহাজশিল্প, মৎস্যশিল্প, কেবলশিল্প, পাটকল বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে পর্যটন খাত। শুধু আমাদের দেশে নয় বিশ্বের অনেক দেশে রাজস্ব আয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি বিশেষ খাত হচ্ছে পর্যটন। খুলনার শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য তথা সমগ্র খুলনাকে বিশ্বের সকল কৌতূহলী, ভ্রমণপিপাসু, জ্ঞানসন্ধানী মানুষের কাছে তুলে ধরতে জেলা প্রশাসনের এই ব্র্যান্ডবুক প্রণয়নের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। আমি বিশ্বাস করি খুলনাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করতে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এই ব্র্যান্ডবুক।

খুলনা জেলার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি উন্মোচনের এক অনবদ্য প্রয়াস 'জেলা ব্র্যান্ডবুক'। 'সৌন্দর্য সম্পদে সমৃদ্ধ খুলনা' এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে ব্র্যান্ডবুক প্রণয়নে জেলা প্রশাসন, খুলনার যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং জেলা প্রশাসন, খুলনার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

(মোহাম্মদ হেলাল হোসেন পিএএ)

Mohammad Helal Hossain PAA
Deputy Commissioner
&
District Magistrate, Khulna

Message

Khulna, a coastal district in the south-west region of beautiful Banglasesh, is a land of adorable natural beauty; a hub of progressing commerce; a potential industrial city. Khulna is the gateway to the world-famous Sundarbans declared as UNESCO World Heritage Site. The district is dignified as the 'Second Political Home' of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the Bengali nation. The memory of the Father of the Nation has glorified this district in a unique way. Also the district with enriched in art, literature and culture. That is why Khulna has become one of the major and important industrial cities of Bangladesh.

Khulna is a coastal district on the lap of the Bay of Bengal and the Sundarbans. It is full of unique natural beauty in history and tradition. Perhaps the poet Bankimchandra Chatterjee was able to compose the first romantic novel of Bengali literature 'Kapalkundla' sitting in Bakultala due to his fascination with the enchanting form of the river Rupsha. Here is the ancestral home of the father-in-law of Rabindranath Tagore. The arrival of Mahatma Gandhi and Pir Khan Jahan Ali (Rah:) took place in this Khulna. Besides, Khulna city has a hundred year old installation and several significant relics of the liberation war. Khulna is the birthplace of poet Krishnachandra Majumder and scientist Prafulla Chandra Roy.

Khulna is widely admired all over the country as an industrial city. Shipping, fisheries, cable industry, jute mills have accelerated the development of the economy of Bangladesh. At present, the tourism sector is playing a significant role in the economy of Bangladesh. Tourism is a special sector not only in our country but also in many countries of the world to earn revenue and earn foreign exchange. I believe that this brand book will play an effective role in making Khulna prosperous and in the overall economic development of the country.

The 'District Brand Book' is an impeccable attempt to unveil the overall features of Khulna district. I would like to express my sincere gratitude to all those who have worked tirelessly and cooperated in the formulation of the brand book with the theme of khulna district branding and I wish the district administration, Khulna a grand success.

(Mohammad Helal Hossain PAA)

জিয়াউর রহমান পিএএ
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
খুলনা

সম্পাদকীয়

নদী-বিধৌত এবং সুন্দরবন-বেষ্টিত খুলনার রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। খান জাহান আলীর স্মৃতিধন্য এই খুলনাতেই পরবর্তীতে পদচারণা করেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষরা ছিলেন এই মাটিরই সন্তান। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারসহ অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সমাজ সেবক ও ক্রীড়াবিদের মাতৃভূমি এই খুলনা। রূপসা, ভৈরব, শিবসা, কপোতাক্ষ, পশুর, আঠারোবাকী, ভদ্রাসহ অসংখ্য ছোট-বড় নদ-নদী বিধৌত এই জেলার দক্ষিণে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবন। এই সুন্দরবনেই বিশ্ব-বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বাস। এই সুন্দরবনেই রয়েছে ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। এই সুন্দরবনই প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে যায় বাংলাদেশকে রক্ষা করতে। সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপে পাট শিল্প ফিরে পাচ্ছে তার হারানো গৌরব। বিকশিত হয়েছে চিংড়ি শিল্প এবং জাহাজ শিল্প, যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম খাত।

মহানগরীর মহেশ্বরপাশার জোড় মন্দির, যাতার দোল, পাইকগাছা উপজেলার কপিলেশ্বরী মন্দির, রূপসা উপজেলার পিঠাভোগ গ্রামে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের বাড়ি ও ফুলতলা উপজেলার দক্ষিণ ডিহি গ্রামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুর বাড়ি, কয়রা উপজেলার কুঁড়ের মসজিদ, বুড়ো খাঁ ও ফতে খাঁর মাজার, ডুমুরিয়া উপজেলার আরস নগরের মসজিদ, মাগুরা ঘোনার ছালামত খাঁর মাজার, চিংড়ার মসজিদসহ পুরো খুলনা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য পুরাকীর্তি যা পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য স্মৃতি ছড়িয়ে আছে খুলনা জুড়ে। শহরের অদূরেই শিরোমণি নামক স্থানে হয়েছিলো মুক্তিযোদ্ধা ও পাক-সেনাদের মধ্যে সম্মুখ সমর যা 'ব্যাটল অব শিরোমণি' নামে পরিচিত। রূপসা উপজেলায় রূপসা নদীর তীরে রয়েছে বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন এর সমাধি সৌধ। চুকনগরে রয়েছে গণহত্যার স্মৃতিবাহী 'চুকনগর শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ'। গল্লামারীর শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এসকল ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি, প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব, দর্শনীয় স্থান আর হৃদয়গ্রাহী রসনার অপূর্ব সমাহার এই খুলনা জেলা। এসমস্ত কিছুকেই একটি মোড়কে গ্রন্থিত করার প্রয়াস খুলনা জেলা ব্র্যান্ডবুক।

এই ব্র্যান্ডবুক প্রকাশনায় যিনি সর্বোতভাবে সমর্থন ও উৎসাহ যুগিয়েছেন তিনি হলেন খুলনার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোহাম্মদ হেলাল হোসেন পিএএ মহোদয়। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যারা এই বইয়ের বিষয়বস্তু লিখেছেন, দুর্লভ ছবি ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বোপরি এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার, সুপ্রিয় সহকর্মী, কম্পিউটার অপারেটরসহ অন্যান্যরা যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ব্র্যান্ডবুকটি এই অবয়ব পেয়েছে তাদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ব্র্যান্ডবুক প্রকাশের মধ্য দিয়ে খুলনার পর্যটন শিল্প বিকশিত হবে এবং খুলনা সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তার প্রসার ঘটবে।

(জিয়াউর রহমান পিএএ)

Ziaur Rahman PAA
Additional Deputy Commissioner (Revenue)
Khulna

Editorial

Khulna, surrounded by rivers and the Sundarbans, has a glorious history. Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who is the greatest 'Bangalee' in Bengali nation's history of thousand years carried out his political activities in Khulna which is reminiscent of Khan Jahan Ali (R). The ancestors of the great poet Rabindranath Tagore were the sons of this soil. Khulna is the motherland of Acharya Prafulla Chandra Roy, poet Krishnachandra Majumdar and many other poets, writers, politicians, social workers and athletes. This district is flooded by Rupsha, Bhairab, Shibsa, Kapotakkha, Pashur, Atharobaki, Bhadra and many other rivers. There is a century old mangrove forest Sundarbans in the south. The world-famous Royal Bengal Tiger lives in this Sundarbans. The Sundarbans is a UNESCO World Heritage Site.

The jute industry is regaining its lost glory with the outstanding steps of the government. Shrimp industry and shipping industry have developed which are the major sources of foreign exchange earnings. There are innumerable antiquities scattered all over Khulna that include Jora Mandir of Maheshwarpasha, Jatar Dol, Kapileshwari Mandir of Paikgachha Upazila, house of the ancestors of great poet Rabindranath Tagore in Pithabhog village of Rupsha Upazila and house of Rabindranath Tagore's father-in-law in Dakshin Dihi village of Fultala Upazila, the mosque in Masjid Kur of Koyra Upazila, shrine of Buro Kha and Fote Kha, mosque in Arashnagar of Dumuria Upazila, shrine of Salamat Kha in Magura Ghona, mosque in Chingra which are the most tourist attraction. Numerous memories of the liberation war are spread all over Khulna. The battle between the freedom fighters and the Pak army took place at a place called Shiromani near the city which is known as the 'Battle of Shiromani'. There is a mausoleum of Birshreshtha Ruhul Amin on the banks of Rupsha river in Rupsha upazila. In Chuknagar there is 'Chuknagar Martyrs' Memorial' commemorating the genocide.

Khulna district is a wonderful combination of all these history, traditions, arts, cultures, eminent personalities and tasty cuisine. Khulna District Brandbook is an attempt to compile all these in one cover. Mr. Mohammad Helal Hossain PAA, Deputy Commissioner and District Magistrate of Khulna, who has given his utmost support and encouragement in the publication of this brand book. I am grateful to him. I would like to express my gratitude to those who have contributed to this book, with rare pictures and information. Above all, I would like to thank all the Upazila Nirbahi Officers, Assistant Commissioners, dear colleagues, computer operators and others who have contributed to the publication of this brand book. I firmly believe that the publication of this brand book will develop Khulna's tourism industry and spread positive thinking about Khulna.

(Ziaur Rahman PAA)

সম্পাদনা পর্ষদ

Editorial Board

জিয়াউর রহমান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), খুলনা	Mr. Ziaur Rahman Additional Deputy Commissioner (Revenue), Khulna
মোঃ ইউসুপ আলী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা	Mr. Md. Yusuf Ali Additional Deputy Commissioner (General) & Additional District Magistrate, Khulna
মোঃ সাদিকুর রহমান খান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), খুলনা	Mr. Md. Sadikur Rahman Khan Additional Deputy Commissioner (Education & ICT), Khulna
মোছাঃ শাহানাজ পারভীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল.এ.), খুলনা	Mst. Shahanaz Parvin Additional Deputy Commissioner (LA), Khulna
নাসরিন আক্তার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রূপসা, খুলনা	Mrs. Nasrin Akter Upazila Nirbahi Officer, Rupsha, Khulna
সাদিয়া আফরিন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলতলা, খুলনা	Mrs. Sadia Afrin Upazila Nirbahi Officer, Fultola, Khulna
মুহাম্মদ আরাফাতুল আলম সাবেক সহকারী কমিশনার (ভূমি), পাইকগাছা, খুলনা	Md. Arafatul Alam Ex. Assistant Commissioner (Land), Paikgacha, Khulna
দেবাশীষ বসাক সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা	Mr. Devashish Basak Assistant Commissioner, office of the Deputy Commissioner, Khulna
মোঃ তকী ফয়সাল তালুকদার সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা	Mr. Md. Toky Foysal Talukdar Assistant Commissioner, office of the Deputy Commissioner, Khulna

সূচিপত্র

খুলনা জেলার পরিচিতি	২৪-২৭
খুলনার জেলা ব্র্যান্ডিং	২৮-২৯
নৈসর্গিক সৌন্দর্যভূমি	৩০-৪৭
মুক্তিযুদ্ধের গৌরবগাঁথা	৪৮-৫৪
ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ	৫৫-৬১
শিল্প, কৃষি ও সম্পদ	৬২-৭৭
ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি	৭৮-৮৮
শিক্ষা, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ	৮৯-৯৮
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ	৯৯-১০৭
জেলা প্রশাসনের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ	১০৮-১১১
পর্যটন সম্পর্কিত তথ্যাবলি	১১২-১১৪

Contents

24-27	Introducing Khulna District
28-29	District Branding of Khulna District
30-47	Devine Natural Beauty
48-54	The Memoirs of the Liberation War
55-61	Historic Places
62-77	Industry, Agriculture & Treasure
78-88	Tradition & Culture
89-98	Educational, Religious and other Institutions
99-107	Significant Buildings
108-111	Innovative Activities of District Administration
112-114	Information Regarding Tourism

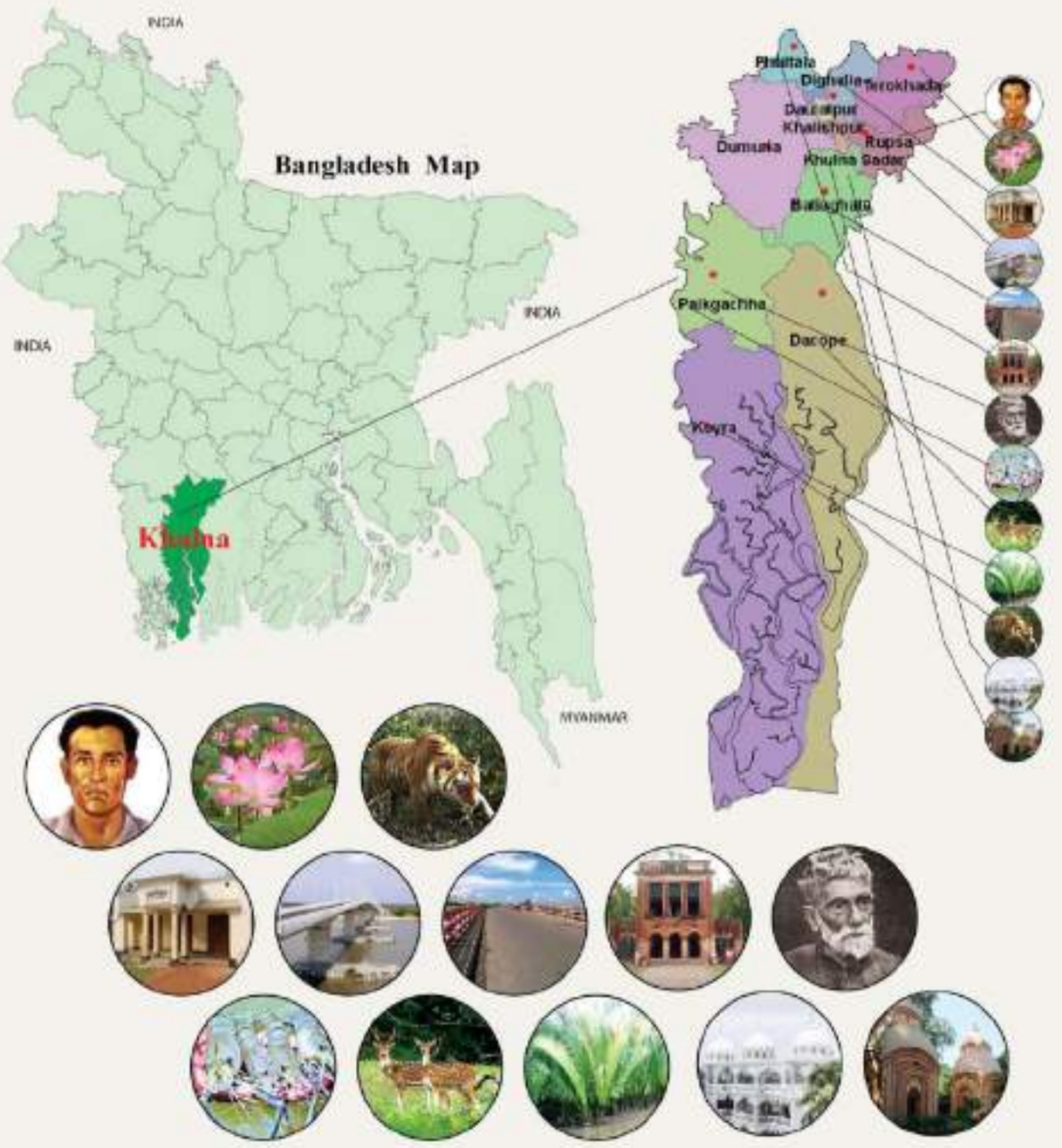

খুলনা জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সুন্দরবন, নদী, বন্দর, শিল্প ইত্যাদির বৈচিত্র্যময় সম্মিলন খুলনাকে যেমন দিয়েছে বিশেষত্ব তেমনি একে গড়ে তুলেছে পর্যটন ও শিল্পায়নের জন্য অপার সম্ভাবনাময়। যেমন বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের এক-তৃতীয়াংশ খুলনা জেলার অন্তর্গত। আবার মোংলা সমুদ্র বন্দরের সুবিধাযুক্ত এই জেলা। এছাড়া পাট, চিংড়ি ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রাণ কেন্দ্র খুলনা। বস্তুত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এক সম্ভাবনাময় বর্ধিষ্ণু জনপদ খুলনা জেলা। ঢাকা থেকে ৩৫৬ কিঃমিঃ দূরের এই জেলা পদ্মা সেতু দ্বারা রাজধানীর সাথে সরাসরি সংযুক্ত হওয়ার অপেক্ষায়। সড়ক, আকাশ, নদী, রেল সকল পথে আসা-যাওয়া করা যায় এ জেলায়। খুলনা জেলার আয়তন ৪৩৯৪.৪৬ বর্গ কিঃমিঃ এবং জনসংখ্যা প্রায় ২৬ লাখ। এ জেলার উত্তরে যশোর ও নড়াইল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে বাগেরহাট ও পশ্চিমে সাতক্ষীরা।

District Information: Khulna

The unique combination of rivers, river ports, mangrove forest, and industries has extended speciality to Khulna. This district shares around one-third of the world heritage - the Sundarbans and is privileged with the Mongla Port. It is also a burgeoning hub for jute, shrimp and ship manufacturing industries, which hold out immense potentials for Khulna, especially in tourism and industrialization.

Khulna is the heartland of south-western region of Bangladesh. The city is 356 kms away from Dhaka and it is eagerly waiting to be directly connected with the capital via Padma Bridge. One can travel this district by rail, road, river and air paths. Khulna, with an area of 4394.46 km² inhabited by around 26 lac people, is one of the coastal districts of Bangladesh. It is bordered on the north by Jashore and Narail, on the south by the Bay of Bengal, on the east by Bagerhat and on the west by Satkhira.

খুলনা জেলার নামকরণ

হযরত পীর খান জাহান আলীর (র.) স্মৃতি বিজড়িত ও ভৈরব-রূপসা বিধৌত পৌর শহর খুলনার ইতিহাস নানাভাবে ঐতিহ্যমন্ডিত। জনশ্রুতি অনুযায়ী খুলনা নামকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানান মত রয়েছে। সবচেয়ে বেশি আলোচিত মতগুলো হলো: মৌজা 'কিসমত খুলনা' থেকে খুলনা। ধনপতি সওদাগরের দ্বিতীয় স্ত্রী খুল্লনার নামে নির্মিত 'খুল্লনেশ্বরী কালী মন্দির' থেকে খুলনা; ১৭৬৬ সালে 'ফলমাউথ' জাহাজের নাবিকদের উদ্ধারকৃত রেকর্ডে লিখিত Culnea শব্দ থেকে খুলনা। ইংরেজ আমলের মানচিত্রে Jessore Culna শব্দ থেকে খুলনা।

The genesis of the name 'Khulna'

Khulna, standing on Bhairab-Rupsha basin and blessed with the memories of Hazrat Khan Jahan Ali (R), boasts of its rich history and tradition. There are a number of popular heresies about where the district name *Khulna* came from. One heresy goes that the name *Khulna* originated from the *Mouja* name *Kismat Khulna*, while the other maintains that it was derived from the name of the temple *Khulneswari Kali Mondir* built by Dhonopati Shoudagor in memory of his wife *Khullona*. It is also popularly believed that the name *Khulna* was derived from Jessore Culna/Culnea as appeared in the British period maps and in the documents discovered by the captains of the ship Falmouth in 1776. In these records, this land has been referred to as *Culnea*, where from the name *Khulna* is believed to have originated.

একনজরে খুলনা

১	জেলার প্রতিষ্ঠাকাল	: ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ
২	আয়তন	: ৪৩৯৪.৪৬ বর্গ কিলোমিটার
৩	জনসংখ্যা	: প্রায় ২৬ লাখ
৪	জনসংখ্যার ঘনত্ব	: ৫২৮ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটার
৫	সিটি কর্পোরেশন	: ০১টি
৬	উপজেলা	: ০৯টি (রূপসা, তেরখাদা, দিঘলিয়া, ডুমুরিয়া, ফুলতলা, বটিয়াঘাটা, পাইকগাছা, দাকোপ, কয়রা)
৭	থানা	: ১৪টি
৮	ইউনিয়ন	: ৬৮টি
৯	পৌরসভা	: ০২টি
১০	মৌজা	: ৭৪৭টি
১১	গ্রাম	: ১১০৬টি
১২	শিক্ষার হার	: ৬১.১%
১৩	প্রধান বন	: সুন্দরবন
১৪	প্রধান নদ-নদী	: পশুর, ভদ্রা, ভৈরব, রূপসা, শিবসা, কাজীবাছা, কপোতাক্ষ, আড়াই, শোলমারী এবং সুতারখালী

খুলনা

ধানের গর্জন সমৃদ্ধি ও অর্জন

জেলা প্রশাসনের পটভূমি

১৮৮২ সালে একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খুলনা ছিল বৃহত্তর যশোর জেলার একটি মহকুমা। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত এই লাল ভবনটি জেলা প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র। জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত সর্বমোট ১০২ জন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে প্রথম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন MR. W.M. CLAY (১৮৮২-৮৭), যার নামে নগরীর একটি রাস্তা এখনও ক্লে রোড নামে পরিচিত। বর্তমানে খুলনা জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মোহাম্মদ হেলাল হোসেন।

Establishment of the district

Khulna had been a sub-division of greater Jashore district until 1882, the year when it was upgraded as a district. The red building built up in the British period is the nucleus of the district administration. Since establishment this district administration has been run by 102 District Magistrates. Mr. W.M. Clay was the first District Magistrate after whom a road in the city has been named as Clay Road. The district administration is currently being run by Mr. Mohammad Helal Hossain as the District Magistrate and Deputy Commissioner.

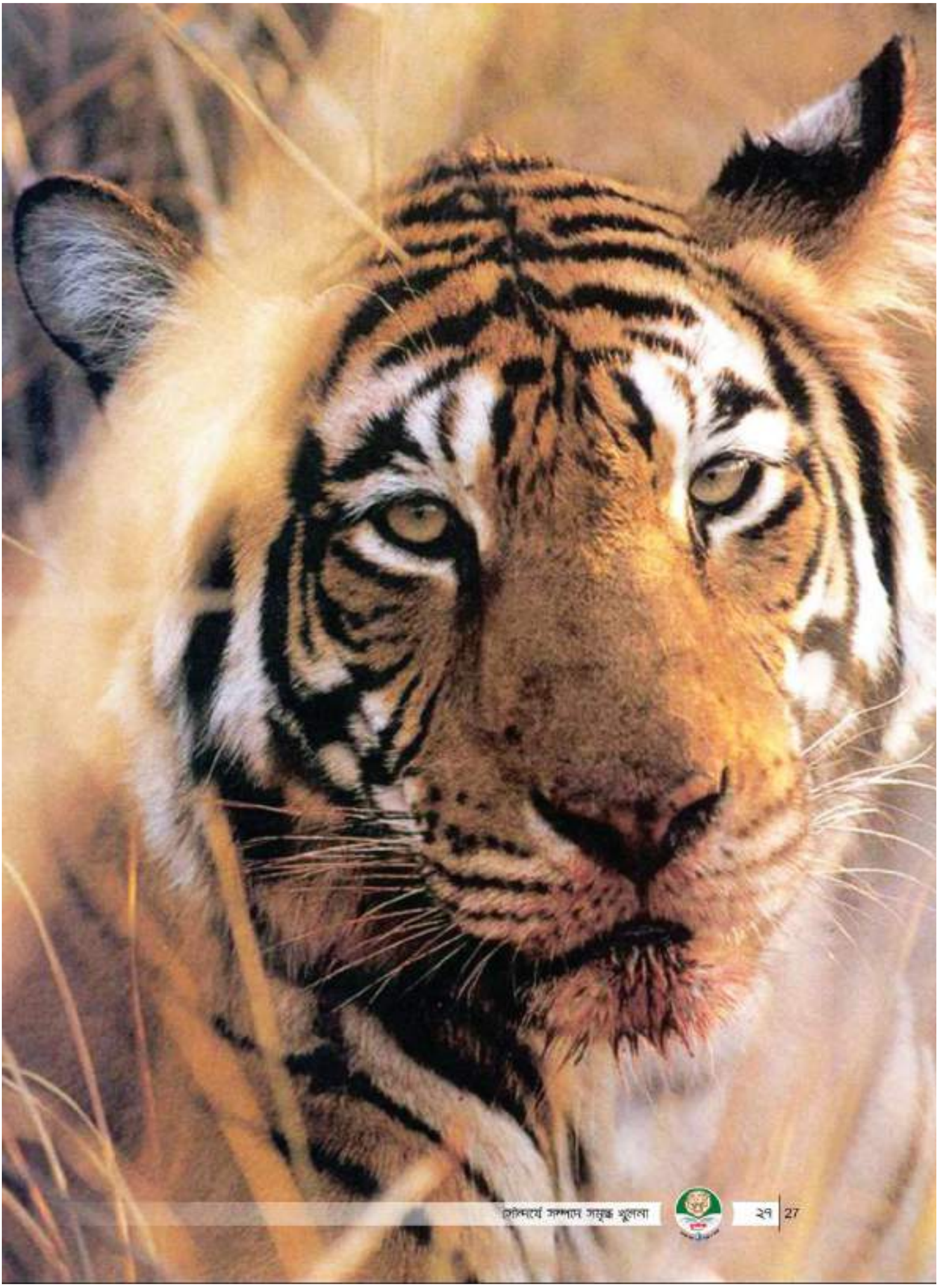

জেলা ব্র্যান্ডিং : লোগো ও ট্যাগলাইন

সুন্দরবনের প্রধান আকর্ষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এছাড়া, সুন্দরবনের সবুজ সৌন্দর্য, লাল সবুজের বাংলাদেশ, সমৃদ্ধ খুলনার প্রতীক চিংড়ি ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প লোগোতে অন্যতম উপজীব্য হয়েছে।

খুলনাকে সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার বলা যেতে পারে। পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। সুন্দরবনের প্রধান আকর্ষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগার, যেটি বাঙালি জাতির বীরত্বেরও প্রতীক বটে। খুলনার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম বিষয় চিংড়ি শিল্প যা 'হোয়াইট গোল্ড' নামেও খ্যাত। বাংলাদেশ থেকে রপ্তানীকৃত মোট চিংড়ির সিংহভাগই খুলনার বিভিন্ন চিংড়ি ব্যবসায়ীরাই রপ্তানী করে থাকেন। এছাড়া জাহাজ নির্মাণ শিল্প খুলনার একটি অনন্য শিল্প, বিশেষত খুলনা শিপইয়ার্ডে অত্যাধুনিক ত্রিমাত্রিক নৌ যুদ্ধ জাহাজসহ বিভিন্ন ধরনের জাহাজ নির্মাণ হচ্ছে। পদ্মা সেতু দৃশ্যমান হওয়ার সাথে সাথে খুলনার যে অপার শিল্প সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হতে চলেছে সেটিকে উপজীব্য করে খুলনা জেলা ব্র্যান্ডিং ও ট্যাগলাইন নির্ধারণ করা হয়েছে।

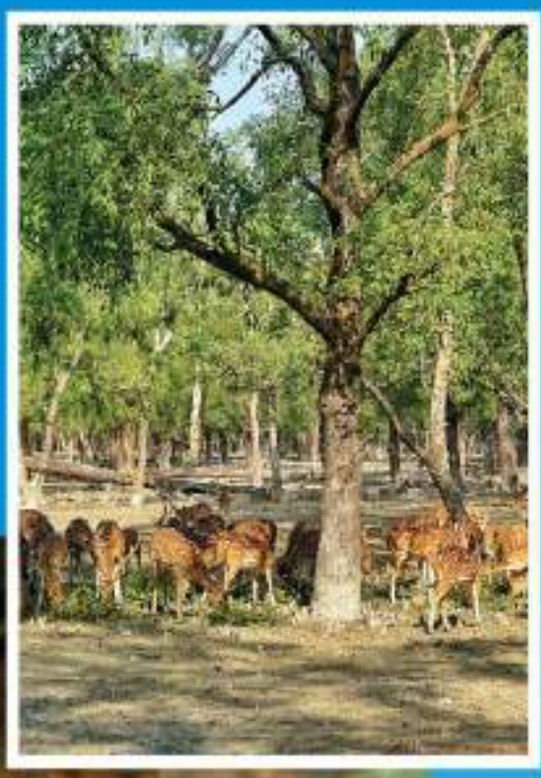

District Branding : Logo and Tagline

The branding logo of Khulna represents its beauty, riches and resources. The Royal Bengal Tiger, the main attraction of the Sundarbans, symbolises inexhaustible valour, and life full of lofty hopes and aspirations. The shrimps and ship represent its economic potentials, while green and red background is emblematic of its beautiful landscape as well as red-green Bangladesh, a legacy from our glorious war of liberation.

In fact, Khulna is the gateway to the world heritage - the Sundarbans, the habitat of the Royal Bengal Tiger and different species of deer especially dotted deer which have long been at the centre of tourist attractions. Shrimp, often called 'white gold', one of the major exports of Bangladesh, is Khulna's important economic lifeline. Again, ship manufacturing is a thriving industry here. Khulna boasts of the tri-dimensional ships being made here. In short, the branding logo of Khulna district mainly focuses on it's tourist and industrial potentials keeping in view the connectivity to be enhanced by the construction of the Padma Bridge and full-fledged commercial operation of the Mongla Port.

সুন্দরবন

সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ এলাকায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম জোয়ারভাঁটার ম্যানগ্রোভ বনভূমি। নানা ধরনের গাছপালার চমৎকার সমারোহ ও বিন্যাস এবং বন্যপ্রাণীর অনন্য সমাবেশ এ বনভূমিকে চিহ্নিত করেছে এক অপরূপ প্রাকৃতিক নিদর্শন হিসেবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসেবেও এটি বিবেচিত: এখান থেকে সংগৃহীত হয় নানা কাজে ব্যবহার উপযোগী বনজদ্রব্য, আহরিত হয় প্রচুর পরিমাণ মধু, মোম ও মাছ। খুলনা, সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাট জেলার অংশ বিশেষ জুড়ে বাংলাদেশের সুন্দরবন বিস্তৃত। পরস্পর সংযুক্ত প্রায় ৪০০ নদী-নালা, খালসহ প্রায় ২০০টি ছোট বড় দ্বীপ ছড়িয়ে আছে সুন্দরবনে।

'সুন্দরবন' নামটি সম্ভবত সুন্দরী বৃক্ষের আধিক্যের কারণে (সুন্দরী-বন) অথবা সাগরের বন (সমুদ্র-বন) কিংবা এ বনভূমির আদিবাসী চন্দ্রবেদে থেকে উদ্ভূত। সাধারণভাবে গৃহীত ব্যাখ্যাটি হলো এখানকার প্রধান উদ্ভিদ সুন্দরী বৃক্ষের নাম থেকেই এ বনভূমির নামকরণ।

আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর পূর্বেও মূল সুন্দরবনের এলাকা ছিল প্রায় ১৬,৭০০ বর্গ কি.মি.। বর্তমানে সংকুচিত হয়ে প্রকৃত আয়তনের এক-তৃতীয়াংশে পৌঁছেছে। ব্রিটিশ ভারত বিভাগের পর বনের দুই-তৃতীয়াংশ পড়েছে বাংলাদেশে, বাকিটা ভারতে। বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবনের আয়তন হবে প্রায় ৬,০১৭ বর্গ কি.মি. এর প্রায় ১,৮৭৪ বর্গ কি.মি. জলাভূমি। গোটা সুন্দরবন দু'টি বন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এখানে আছে চারটি প্রশাসনিক রেঞ্জ- বুড়িগোয়ালিনি, খুলনা, চাঁদপাই এবং শরণখোলা। আর ১৬টি ফরেস্ট স্টেশন। ১৮৭৫ সালে সুন্দরবনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ বনভূমির প্রায় ৩২,৪০০ হেক্টর এলাকাকে বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ১৯৯৭ সাল থেকে UNESCO World Heritage Site-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং এর জলাভূমি রামসার সাইটের অন্তর্ভুক্ত।

সুন্দরবনের গাছপালার অধিকাংশই ম্যানগ্রোভ ধরনের এবং এখানে রয়েছে বৃক্ষ, লতাগুল্ম, ঘাস, পরগাছা এবং আরোহী উদ্ভিদসহ নানা ধরনের উদ্ভিজ্জ। এ বনের প্রধান বৃক্ষ প্রজাতি সুন্দরী ও গেওয়া। তবে সুন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার লবণাক্ত পানির বনভূমিতে গেওয়া, গরান, কেওড়া, গড়া, পশুর এবং অন্যান্য শ্বাসমূলবাহী উদ্ভিদ প্রধান। হেন্তালও এ এলাকার অন্যতম প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতি।

সুন্দরবনে নানা ধরনের প্রাণীর বাস। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আবাস এখানেই। অধিকন্তু এ বনভূমিতে আছে প্রায় ৫০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৩২০ প্রজাতির আবাসিক ও পরিযায়ী পাখি, প্রায় ৫০ প্রজাতির সরীসৃপ, ৮ প্রজাতির উভচর এবং প্রায় ৪০০ প্রজাতির মাছ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়া সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে রয়েছে চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, রেসাস বানর, বন বিড়াল, সজারু, উদ এবং বন্য শুকর।

The

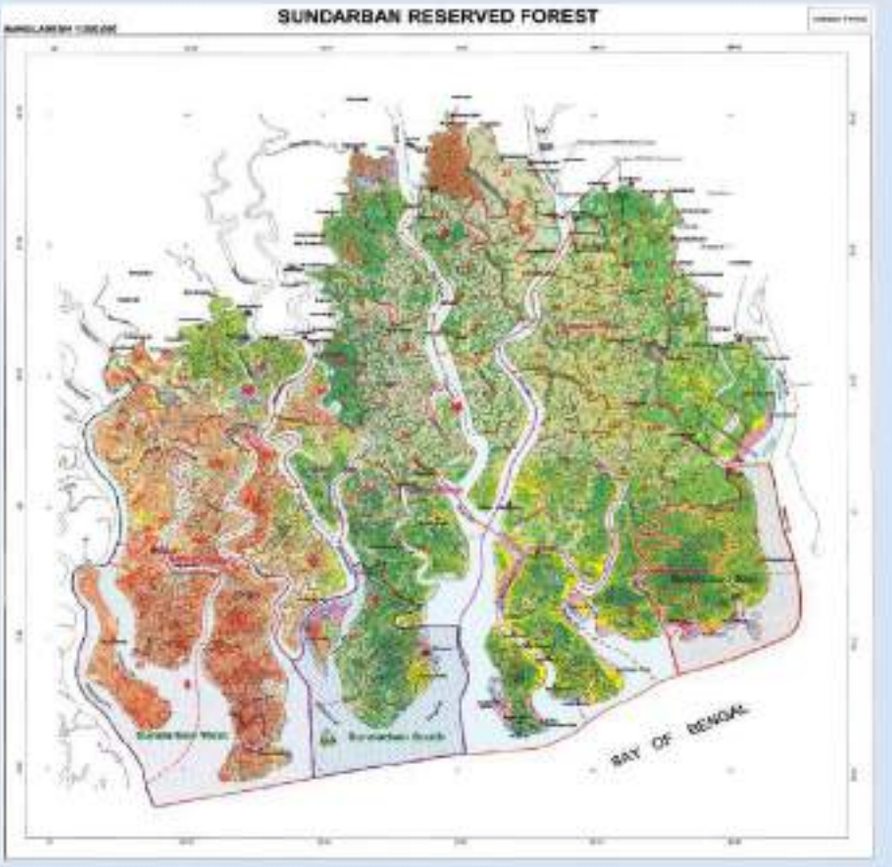

It is the largest single block of tidal halophytic mangrove forest in the world, located in the southwestern part of Bangladesh. It lies on the Ganges-Brahmaputra Delta at the point where it merges with the Bay of Bengal. With its array of trees and wildlife the forest is a showpiece of natural history. It is also a centre of economic activities, such as extraction of timber, fishing and collection of honey. The forest consists of about 200 islands, separated by about 400 interconnected tidal rivers, creeks and canals.

The Bangla word *ban* means forest, and the name *Sundarban* was coined either from the forests of *Sundari* tree, *i.e.*, *Sundari-ban*, or from the forests of the *samudra* (sea), *i.e.*, *Samudra-ban*, or from its association with the primitive tribe *Chandra-bandhe* which was corrupted into *Sundarban*. The generally accepted explanation, however, is its name was derived from the *sundari* tree, the most common tree in these forests.

The *Sundarbans* was originally measured (about 200 years ago) to be of about 16,700 sq km. Now it has dwindled to about 1/3 of the original size. Because of the partition of India, Bangladesh received about 2/3 of the forest; the rest is on the Indian side. It is now estimated to be about 6,017 sq km, of which about 1,874 sq km is occupied by waterbodies. The forest lies under two forest divisions, and four administrative ranges, *i.e.*, Chandpai, Sarankhola, Khulna and Burigoalini and has 16 forest stations. The *Sundarbans* was declared as a Reserve Forest in 1875. About 32,400 hectares of the *Sundarbans* have been declared as three wildlife sanctuaries, and came under the UNESCO World Heritage Site in 1997.

The vegetation is largely of mangrove type and encompasses a variety of plants including trees, shrubs, grasses, epiphytes, and lianas. The prominent species is *Sundari* and *Gewa*. The *Sundarbans* hosts a large variety of animals. It is the last stronghold of the Royal Bengal Tiger. Within the forest habitats there are about 50 species of mammals, about 320 species of inland and migratory birds, about 50 species of reptiles, 8 species of amphibians, and about 400 species of fish. Besides the spectacular Royal Bengal Tiger, the other notable mammalian fauna are spotted deer, barking deer, rhesus macaque, jungle cat, leopard cat, the Indian porcupine, otter and wild boar.

Sundarbans

Tourist's excitement and pleasure

Red crab often seen in the Sundarbans

Honey collectors are collecting honey

Looking for the Footprint of The Royal Bengal Tiger

Turtle on the beach

সুন্দরী

পশুর

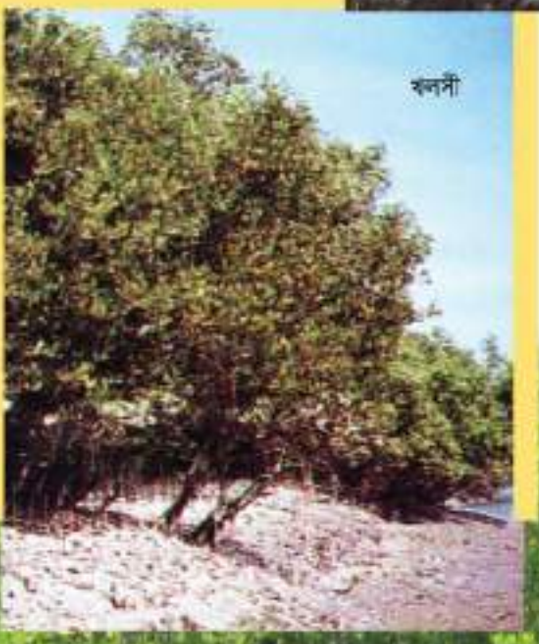

খলসী

বাইন

গরান

কেওড়া

গোলপাতা

সুন্দরবনের বিভিন্ন পর্যটন স্পট

করমজল

সরকারিভাবে পরিচালিত একমাত্র লবণ পানির কুমির ও বিলুপ্ত প্রজাতির কচ্ছপ কেন্দ্র। এটি খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় অবস্থিত সুন্দরবনের বহুলগামী নিকটবর্তী একটি পর্যটন কেন্দ্র। এখানে পর্যটকগণ সরাসরি পূর্বানুমতি ছাড়া যে কোন সময় সুন্দরবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও জ্ঞান লাভ করতে পারেন। প্রাকৃতিক চিত্রলহরিণ, বানর ও কুমির দেখার সুযোগ রয়েছে। সুন্দরবনের অভ্যন্তরীণ চিত্র অবলোকনের জন্য দেড় কিলোমিটার কাঠের ট্রেইল আছে। উপরের চিত্র দেখার জন্য ৪৫ ফুট উঁচু একটি আরসিসি টাওয়ার আছে। জলজ প্রাণী সম্পর্কে জানার জন্য ডলফিন ডিসপ্লে, চিত্রল হরিণের চামড়া, বাঘের কঙ্কাল, কুমিরের ডিম, বিবিধ শ্রেণীর উদ্ভিদ চেনার জন্য আঞ্চলিক, প্রচলিত ও বৈজ্ঞানিক নামের নেম প্লেট রয়েছে। পদকপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে এই মুহূর্তে ২১৭টি বিভিন্ন বয়স ও আকারের কুমির রয়েছে। পর্যটক ওঠা নামার জন্য রয়েছে ২টি সুদৃশ্য আধুনিক ঘাট।

উপজেলা সদর থেকে করমজলের দূরত্ব ৩০ কি.মি., জেলা শহর থেকে ৫৫ কি.মি"। এখানে নৌপথ ও সড়ক পথে সহজেই ভ্রমণ করা যায়। তাছাড়া রাত্রিযাপন করার জন্য নিকটস্থ রিসোর্ট রয়েছে। যাদের হাতে সময় কম তারা অল্প সময়েই করমজল ভ্রমণ করে সুন্দরবনের সুবাস পেতে পারেন।

Different Tourist Spots of Sundarbans

Karamjal

Karamjal is one of the popular tourist attractions in the *Sundarbans*, where one can have the opportunity to see spotted deer, monkeys and crocodiles in their natural abode. The government-run only breeding centre for saline water crocodile and a rare species of tortoise *(Batagudbaska)* is also located here. To facilitate enjoying the beauty and diversity of the *Sundarbans*, there are a walkway stretching inside the forest and a watch tower. One can have thrilling experiance here staying overnight in the resort. *Karamjal* is 55 kms south of Khulna city and can be reached in 2-3 hours either via Mongla or direct by launch from the Forest *Ghat* (launch terminal). Tourists may get the flavour of the *Sundarbans* visiting Karamjal which takes half of a day.

হিরণ পয়েন্ট

হিরণ পয়েন্ট, সুন্দরবনের দক্ষিণাংশের একটি সংরক্ষিত অভয়ারণ্য। এর আরেক নাম নীলকমল। প্রমত্তা কুঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে, খুলনা রেঞ্জে এর অবস্থান। হিরণ পয়েন্ট ইউনেস্কো ঘোষিত অন্যতম একটি বিশ্ব ঐতিহ্য। সুন্দরবন এলাকায় রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখার অন্যতম একটি স্থান হলো এই হিরণ পয়েন্ট। এখানে দেখা যায় চিত্রা হরিণ, বন্য শুকর। পাখিদের মধ্যে আছে সাদা বুক মাছরাঙা, হলুদ বুক মাছরাঙা, কালো মাথা মাছরাঙা, [illegible], কাদাখোঁচা, [illegible] প্রভৃতি। এছাড়া আছে প্রচুর কাঁকড়ার আবাস। আর আছে রং-বেরঙের প্রজাপতি। হিরণপয়েন্ট থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে কেওড়া শুঁটিতে রয়েছে একটি ওয়াচ টাওয়ার।

রাত্রি যাপনের জন্য হিরণ পয়েন্টে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং বনবিভাগের রেস্টহাউজ রয়েছে। সাধারণত অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত লঞ্চে হিরণ পয়েন্ট যাওয়া যায়।

Hiron Point

Hiron Point, situated on the western bank of the Kunga river in Khulna range, is the reserved sanctuary for wildlife at the *Sundarbans*. Hiron Point, also known as *Nasikamat*, is one of the places in the southern part of the *Sundarbans*, from where one can have the opportunity to see Royal Bengal Tigers. Other attractions of Hiron Point include spotted deer, wild boars, different species of birds, crabs and colourful butterflies. Hiron Point is 125 kms south off Khulna city and can be reached in 3-4 hours either via Mongla or direct by launch from the Forest Ghat (launch terminal).

কটকা

সুন্দরবনের দক্ষিণ পূর্বকোণে অবস্থিত আকর্ষণীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম কটকা। মোংলা বন্দর থেকে প্রায় ৯০ কি. মি. দূরে অবস্থিত। এখানে বন বিভাগের একটি রেস্ট হাউস আছে। সামনেই দেখা যায় সাগরের উথৈ জলরাশির বিশাল বিশাল ঢেউ। এর আশেপাশে অবস্থিত অসংখ্য ছোট-বড় খালে নৌকা নিয়ে ভ্রমণ খুবই মজাদার। প্রকৃতির রূপ ও বিচিত্র রহস্যময় অভিজ্ঞতা অর্জনের এক অপূর্ব সুযোগ। খালের ধারে দেখা যায় দলে দলে চিত্রল হরিণ চরে বেড়াতে। এছাড়া বানর, উদবিড়াল ও বন মোরগ দেখা যায়। মধ্যে মাঝে বাঘের গর্জনও শোনা যায়। অন্ধকার রাতে লক্ষ কোটি জোনাকীর আলোর মেলা মুগ্ধ ও বিমোহিত করে তোলে।

Katka

Katka, located at the south-eastern point of the *Sundarbans* is a popular tourist spot. It is 90 kms south off the Mongla Port. There is a forest department rest house here. Besides enjoying the beauty, diversity and immensity of the *Sundarbans*, one can see the lashing sea waves on the coast of *Katka*. Tourists staying here overnight can enjoy millions of fire-flies and may sometimes get thrilled by tigers roaring at some faraway places. *Katka* is 105 kms south off Khulna city and can be reached in 7-8 hours either via Mongla or direct by launch from the Forest *Ghat* (launch terminal).

জামতলা সি বিচ

কটকা ওয়াচ টাওয়ার থেকে প্রায় ৩ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত জামতলা সৈকতটি নির্জন এবং পরিচ্ছন্ন। পথের মধ্যে বিভিন্ন আকারের অনেক জাম গাছ দেখা যায়, যা থেকে সৈকতটির নামকরণের সার্থকতা পাওয়া যায়। বেলা ভূমি জুড়ে দেখা যায় কাঁকড়াদের শিল্পকর্ম।

Jamtola Sea Beaches

Walking 3 kms straight north crossing the *Katka* watch tower, the beautiful Jamtola sea beach will open up with waves lashing on the coast. The beach ends straight to the east at *Kachikhali*, that is why, it is also known as *Kachikhali* sea beach. Serene atmosphere and red crabs spreading over the sea beach are the fascinating features of this location.

দুবলার চর

চাঁদপাই রেঞ্জের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দুবলার চর। কুলা ও মরা পশুর নদের মাঝে দুবলা একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। এখানে লাল বুক মাছরাঙা, মদনটাক পাখির দেখা মেলে। এখানকার সৌন্দর্যের একটি দিক হচ্ছে হরিণের ঘাস খাওয়ার দৃশ্য। দুবলার চর মূলত জেলে গ্রাম। মাছ ধরার সাথে চলে ঐতিহ্যিক শুকানোর কাজ। বর্ষা মৌসুমে ইলিশ শিকারের পর বহু জেলে চার মাসের জন্য সুদূর কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট, পিরোজপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা থেকে ডেরা বেঁধে সাময়িক বসতি গড়ে সেখানে।

প্রতি বছর কার্তিক মাসে (খ্রিষ্টীয় নভেম্বর) হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের রাস মেলা এবং পুণ্য স্নানের জন্যও দ্বীপটি বিখ্যাত। জানা যায়, ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে হরিচাঁদ ঠাকুরের এক বনবাসী ভক্ত, নাম হরিভজন এই মেলা চালু করেন। প্রতি বছর অসংখ্য পুণ্যার্থী রাস পূর্ণিমাকে উপলক্ষ করে এখানে সমুদ্র স্নান করতে আসেন। দুবলার চরের রাস মেলায় স্থানীয় লোকজন ছাড়াও দূর-দূরান্তের শহরবাসী, এমনকি বিদেশি পর্যটকেরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়ে থাকেন।

Dublar Char (island)

Another potential tourist spot of the *Sundarbans* is Dublar Char (island) situated between the *Kunga* and *Mora Poshur* rivers. The grazing herd of spotted deer is an amazing scene of this island. *Dublar Char* is, in fact, a village of fishermen. Here fishermen are seen busy with fishing and drying fishes.

This island is also famous for *rush mela* (a kind of village fair) and holy baths for the Hindu devotees. This rush mela was initiated by a Hindu devotee Horibhojan in 1923, a disciple of Sadhu (saint) Hori Chand Tagore. In full moon during the Bengali month of Kartik (October - November), this rush mela and holy baths take place, which is participated by the locals as well as tourists from home and abroad with colourful festivity and fervour.

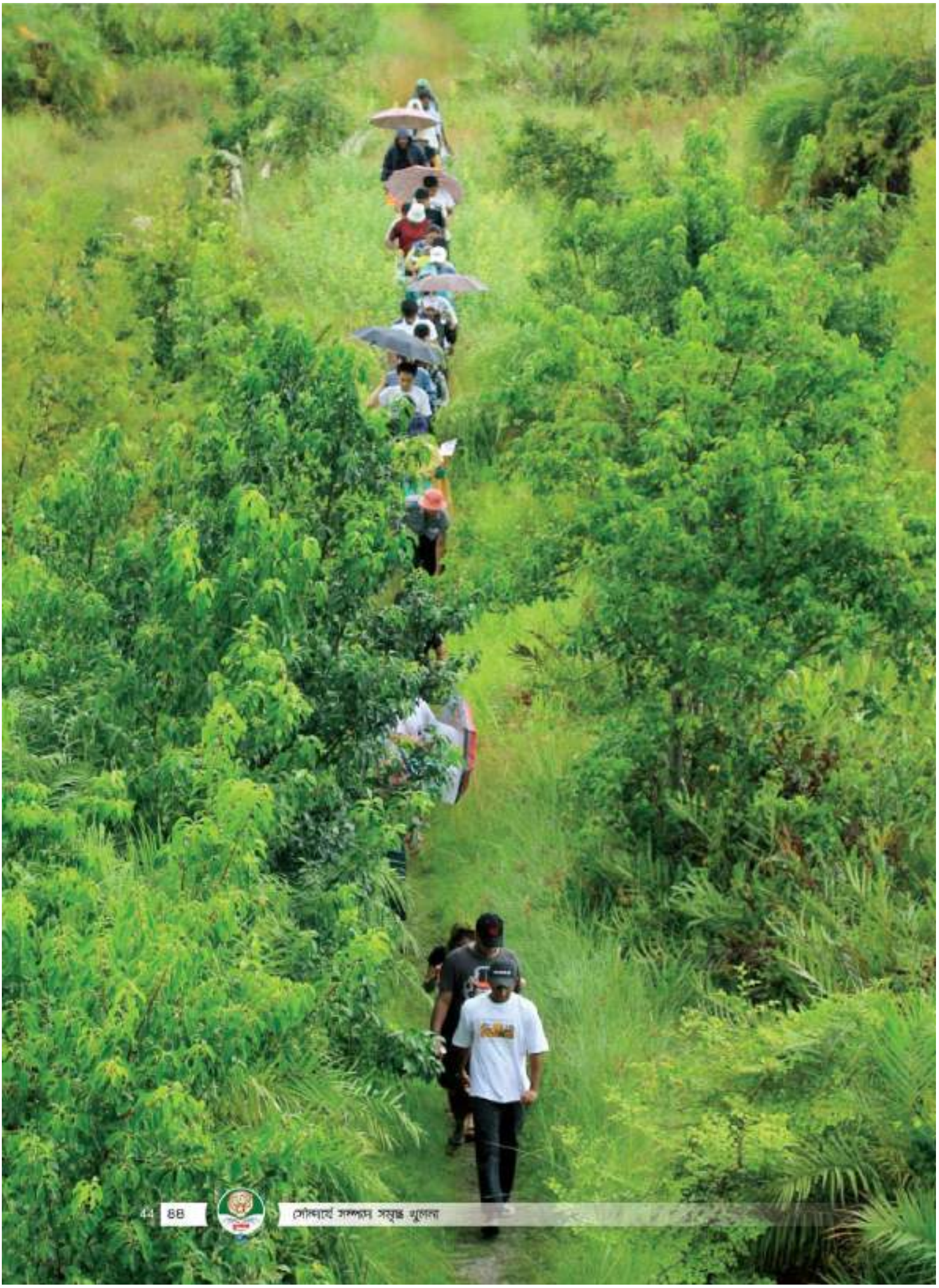

কচিখালি সমুদ্র সৈকত

কচিখালি মোংলা থেকে প্রায় ১০০ কি. মি. দূরে অবস্থিত। এ স্থান দুঃসাহসী পর্যটকদের জন্য খুব মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয়। এখানে রয়েছে একটি অভাবনীয় সুন্দর ও নিরিবিলি সমুদ্র সৈকত যার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। মাঝে মাঝে ঐ সৈকতে বাঘের বিচরণ লক্ষ করা যায়। পর্যটকদের সুবিধার জন্য এখানে বন বিভাগের একটি রেস্ট হাউস আছে।

Kachikhali Sea Beach

Kachikhali is 100 K.M. off Mongla Port. Exquisitely beautiful and serene sea beach of the *Sundarbans*. Kachikhali is specially fascinating to tourists who are keen on exotic experience. World famous Royal Bengal Tigers often tread here. The forest department has installed a watch tower here for the convenience of tourists.

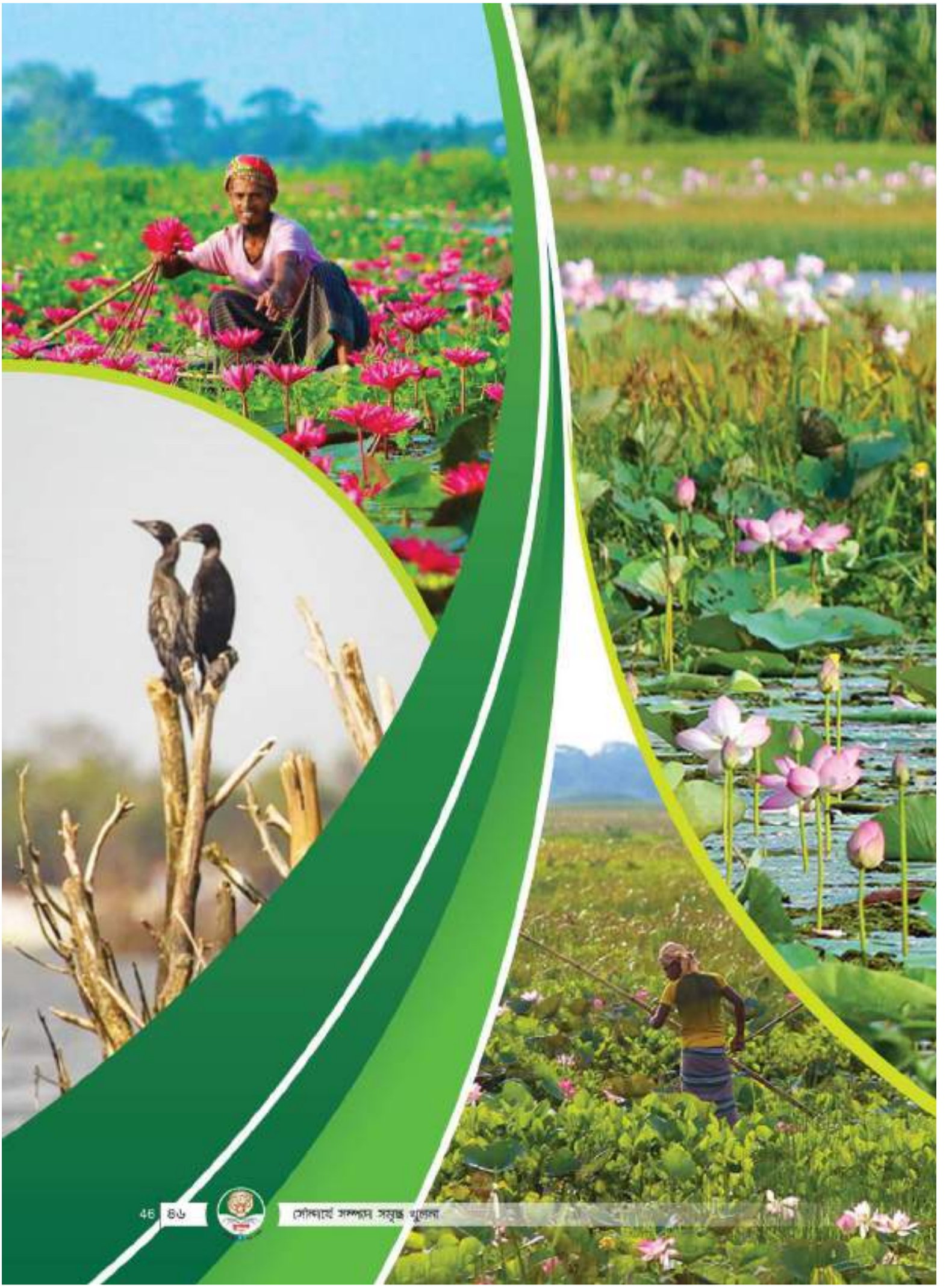

পর্যটনে তেরখাদা সম্ভাবনাময় পদ্মবিল

তেরখাদা উপজেলা সদর থেকে ০৫ কি. মি. দূরে পদ্ম ফুল আর কচুরিপনার নিচে বিস্তীর্ণ জলরাশির নাম ভুতিয়ার বিল। ৫০০০ হেক্টর জুড়ে এই বিলের উত্তর-পূর্বে সাচিয়াদহ, দক্ষিণে ছাগলাদহ এবং পশ্চিমে তেরখাদা ইউনিয়ন অবস্থিত।

বিস্তীর্ণ জল রাশির মধ্যে লুকিয়ে আছে দেশীয় প্রজাতির কৈ, মাগুর, শিংসহ হরেক রকমের মাছ। মাছের উৎপাদন বাড়াতে ও দেশি মাছ সংরক্ষণে এই বিলে অভয়াশ্রম ও বিল নার্সারি পদ্ধতি কার্যক্রম শুরু করা হচ্ছে।

Paddo Bil (large wetland)

Bhutiar bil (large wetland), though remains water- logged for months causing socio-economic and ecological problems, is, on the other hand, blessed with divers marine life – both flora and fauna. Especially, when the vast wetland is full to the brim in the rainy season, it assumes a mesmerizingly beautiful look with tens of thousands of lotus and water lilies in their full bloom. Boating and fishing, plucking lotus and water lilies could be pastimes of immense pleasure.

গল্লামারী বধ্যভূমি

মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ গণহত্যার স্মৃতি বিজড়িত আরেকটি স্থান গল্লামারী। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে ময়ূর নদীর তীরে অবস্থিত এই গল্লামারী। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে খুলনা অঞ্চলের অন্যতম বধ্যভূমি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রেডিও স্টেশন। (গল্লামারী রেডিও সেন্টার) ভবনে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী মানুষদের ধরে এনে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করে গল্লামারী নদীতে ফেলে দেয়া হতো। শহরের পশ্চিমে গল্লামারী খালের পাশে এই বধ্যভূমির অবস্থান।

খুলনা শহর হবার পর গল্লামারী খাল ও এর আশপাশের স্থান থেকে পাঁচ ট্রাক ভর্তি মানুষের মাথার খুলি হাড়গোড় পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় ঐ স্থানে আনুমানিক ১৫ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। স্বাধীনতার পর রেডিও সেন্টার (বর্তমান বাংলাদেশ বেতার, খুলনা কেন্দ্র) নগরীর নূরনগর এলাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে। ১৯৯৫ সালে এ বধ্যভূমিতে প্রথম একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়।

Gollamari Mass Grave

Gollamari mass grave is one of the brutal killing spots of the Pakistan occupation forces who used to capture freedom fighters and other innocent Bangalees and brought them to East Pakistan Radio Station (Now Gollamari Betar Bhabon) and tortured them to death and dumped the dead bodies in the adjacent river and canals. After the liberation war, five trucks load of human skulls and other remains were recovered from adjacent rivers and canals. It is believed that around 15000 people were killed and dumped in this mass grave. The monument commemorates Bengalis' highest sacrifices here at Gollamari, Khulna.

রূপসা নদীর তীরে ৭ বীরশ্রেষ্ঠর মধ্যে অন্যতম রুহুল আমিন

১৯৭১ সালে রূপসা নদী তীরবর্তী খুলনা শিপইয়ার্ডের সামনে বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন নদীর পূর্ব পাড়ে শহীদ হন। তাকে বাগমারা নামক গ্রামে সমাহিত করা হয়। বর্তমানে দেড় একর জমি নিয়ে বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন এবং বীরবিক্রম মহিবুল্লাহর সমাধি কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে। ২০০৬ সালে জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে নতুন করে সমাধি সৌধের সংস্কার করা হয়।

The grave of Birsrestha Mohammad Ruhul Amin

Mohammad Ruhul Amin (1 February 1935 – 10 December 1971), the engine room artificer of newly commissioned Naval gunboat Palash, was bayonetted to death by some Pakistan occupation forces and their collaborators razakars on 10 December 1971 in front of Khulna Shipyard on the bank of *Rupsha* river. In recognition of his sacrifice and valour in our glorious War of Liberation, he was honoured with the highest state insignia of Birsrestha. He was laid to eternal rest in the village Bagmara on the bank of *Rupsha* river.

শিরোমণি স্মৃতিসৌধ

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এখানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা শিরোমণি ট্যাঙ্ক যুদ্ধ (এটি কিছু ক্ষেত্রে "শিরোমণি সম্মুখ সমর" নামে পরিচিত) হিসেবে খ্যাত। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ জেনারেল নিয়াজী তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে জনসম্মুখে রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করেন এবং ঠিক ওই সময়ে ব্রিগেডিয়ার হায়াত খানের নেতৃত্বে ৪ সহস্রাধিক সৈন্যের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনারা "শিরোমণি ট্যাঙ্ক যুদ্ধ" নামের বৃহৎ প্রতিরোধের যুদ্ধে মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধের কৌশল ভারত, পোল্যান্ডসহ ৩৫টি দেশের সেনাবাহিনীর প্রতিরক্ষা কলেজে পড়ানো হয়। বিশ্বের সেরা কিছু ট্যাঙ্ক যুদ্ধের মধ্যে শিরোমণি ট্যাঙ্ক যুদ্ধ একটি এবং একই সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্র এই শিরোমণি।

Shiromoni Tank Battle

The Shiromoni tank battle is one of the most glorious chapters in our War of Liberation. The magnitude and fierceness of this battle make it comparable to the El Alamain's tank battle in World War II. Just as Lt. General Niazi was inking the historic surrender instrument at the Racecourse of Dhaka, the Allied Forces here at Shiromoni built up fierce and bloody resistance against 4000 Pakistan forces led by Brigadier Hayat Khan culminating into his surrender to his counterpart in the Allied Forces Brigadier Dalbir Singh on 17 December 1971, the day Khulna became free.

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত চুকনগর বধ্যভূমি

পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম যেসব গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে একটি চুকনগর গণহত্যা। ১৯৭১ সালের ২০ মে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে খুলনার ডুমুরিয়ার ছোটশহর চুকনগরে পাকিস্তানি বর্বর সেনারা নির্মম এ হত্যাকাণ্ড ঘটায়। অতর্কিত এ হামলা চালিয়ে মুক্তিকামী ১০-১২ হাজার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে তারা। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনারা যে নির্মম অত্যাচার, নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তার এক নীরব সাক্ষী হয়ে আছে আজকের চুকনগর। পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দক্ষিণাঞ্চলের জনগোষ্ঠী বাঁচার তাগিদে ভারতে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। মে মাসের মাঝামাঝি সময় বৃহত্তর খুলনার বাগেরহাট, রামপাল, মোড়েলগঞ্জ, কচুয়া, শরণখোলা, মংলা, সাতক্ষীরা, বটিয়াঘাটা, ডুমুরিয়া, ফরিদপুর, বরিশালসহ বিভিন্ন অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ ভারতে যাবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ভারতে যাবার জন্যে তারা ট্রানজিট হিসেবে বেছে নেয় ডুমুরিয়ার চুকনগরকে। ১৯ মে রাতে সবাই চুকনগরে এসে পৌঁছান। পরদিন সকালে সাতক্ষীরা এবং ফুলবেড়িয়ার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করার জন্য চুকনগরে সমবেত হন, কিন্তু ২০ মে সকাল ১০টার দিকে ৪টি ট্রাকে করে হঠাৎ পাকিস্তানি সেনারা চুকনগর বাজারের ঝাউতলাস্থ (তৎকালীন পাওখোলা) এসে থামে। তাদের সঙ্গে ছিল হালকা মেশিনগান ও সেমিঅটোমেটিক রাইফেল। লাশের গন্ধে ভারি হয়ে যায় চুকনগর ও এর আশপাশের বাতাস। মাঠে, ক্ষেতে, খালে-বিলে পড়ে থাকে লাশ আর লাশ। এসব স্থান থেকে লাশ নিয়ে নদীতে ফেলার কাজ শুরু করেন স্থানীয়রা। চুকনগরের ফসলি জমিগুলোয় আজও পাওয়া যায় সেদিনের শহীদদের হাড়গোড়, তাদের শরীরে থাকা বিভিন্ন অলঙ্কার।

Chuknagar Bodhyo Bhumi (Mass Grave)

Chuknagar mass grave is one of the largest killing sites of the Pakistan occupation forces in Bangladesh during our glorious War of Liberation. Several thousands of innocent civilians were tortured and killed there. This place is located in a remote part of Khulna's Dumuria Upazila (Sub-District). After the heinous Operation Searchlight, hundreds of thousands of fleeing Bengalis arrived in Chuknagar from different areas of the region as it was one of the few remaining transit routes to Indian boarder. On 20 May 1971, Pakistan troops loaded in three trucks arrived at Chuknagar bazar and found the gatherings of thousands of refugees. They started firing indiscriminately at the fleeing people with their machine guns and semi-automatic rifles. After eliminating them, the soldiers stormed the nearby villages and gathered several thousand people on the banks of the Bhodra river. Then they emptied their machine guns on those helpless villagers. Pakistani troops shot dead at least 10-12 thousand Bengalis in cold blood at Chuknagar.

১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর

খুলনায় অবস্থিত '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর' শুধু খুলনার নয়, পুরো দেশের গর্ব। কারণ, এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়ারই প্রথম গণহত্যা জাদুঘর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুনের নেতৃত্বে এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৪ সালের ১৭ মে তারিখে। শুরুতে একটি ভাড়া বাড়ীতে জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই জাদুঘরকে জমি ও বাড়ী উপহার দেন এবং সেটিকে সংস্কার করে ২০১৬ সালের স্বাধীনতা দিবসে খুলনা সাউথ সেন্ট্রাল রোডের নিজস্ব ভবনে গণহত্যা জাদুঘরের নবযাত্রা শুরু হয়।

1971: Museum and Archive of Genocide-Artocities

This museum, located in Khulna, is a pride for the whole nation apart from being the pride for Khulna as it is the very first genocide museum not merely in Bangladesh but also in South Asia. It was founded on 17th May 2014 under the supervision of Dr. Muntasir Mamun, the Bangabondhu Professor of the University of Dhaka. Though this museum began its journey in a rented house, later on Hon. Prime Minister donated a house and land in the South Central Road, Khulna, where the museum began its new journey in 2016 with is own building.

দেয়াড়া গণকবর পরিদর্শনে শিক্ষার্থীরা

দেয়াড়া গণকবর

২৭ আগস্ট 'দিঘলিয়া গণহত্যা দিবস'। ১৯৭১ সালের এই দিনে দেয়াড়া গ্রামে পাক-হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের হাতে ৬০ জন নিরীহ মানুষ নিহত হন।

খুলনা শহর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে ভৈরব নদীর পাশ ঘেঁষে দিঘলিয়া উপজেলা। স্বাধীনতা যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় দেয়াড়া গ্রাম ও এখানকার নিরীহ মানুষ। সেখানে বিহারীদের কলোনি থাকায় বাঙালিদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়।

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ২৭ আগস্ট ভোর রাতে সাবেক ছাত্রনেতা শেখ আব্দুর রহমান তার দলবল নিয়ে উপজেলার দেয়াড়া নিম্ন গ্রামে অবস্থান করছিলেন। এ খবর পেয়ে কয়েকশ' রাজাকার, বিহারী ও পাক-হানাদার বাহিনী তার বাড়িসহ গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। ওই বাড়ি থেকে একই পরিবারের ছয় সদস্যকে ধরে নিয়ে যায় হানাদাররা। একই রাতে গ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে আরও ৫৫ জনকে ধরে নিয়ে যায়। সকাল ৯টার দিকে দেয়াড়া বিহারী কলোনির পূর্বক তিনটি স্থানে তাদের গুলি ও জবাই করে হত্যা করা হয়। রাজাকাররা ২২ জনের লাশ পৃথক তিনটি স্থানে গণকবর দেয় এবং বাকী লাশগুলো পার্শ্ববর্তী ভৈরব নদীতে ভাসিয়ে দেয়। ২০১০ সালের ৬ জানুয়ারি স্থানীয়ভাবে তাঁদের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

Deada Mass Grave

Every year 27th December is observed as Dighalia Genocide Day as on this day the Pakistan occupation forces and their collaborators killed sixty people from Deada village. The razakars (collaborators) buried 22 dead bodies in a mass grave here and dumped the rest in the nearby Bhoirab river.

শহীদ হাদিস পার্ক

খুলনার সাথে প্রায় সমার্থকভাবে পরিচিত শহীদ হাদিস পার্ক। পার্কটির নামকরণ করা হয়েছে ১৯৬৯'র গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদাৎ বরণকারী হাদিসের নামে। এই পার্কের সুশীতল পুকুর পাড়ে নির্মাণ করা হয়েছে খুলনা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। শহীদ মিনারের সাথেই রয়েছে একটি স্থায়ী মঞ্চ যেখানে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সম্প্রতি এই পার্কের সৌন্দর্য-বর্ধন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পানির ফোয়ারা, ফুলের বাগান পার্কটিকে নান্দনিক করে তুলেছে। নগরীতে ছায়া সুশীতল নান্দনিক পরিবেশে সময় কাটানোর জন্য হাদীস পার্ক খুবই জনপ্রিয়।

Shaheed Hadis Park

This park is basically home to Khulna's central Shaheed Minar (monument to commemorate those martyred in the historic language movement in 1952). Blessed with a recent facelift, the park has become a soothing place for recreation and refreshment. Besides a Shaheed Minar and a permanent stage for cultural programs, there are water body with fountains, flower gardens to merit its attractions. Hadis park, almost synonymous associated with the identity of Khulna, has been named after Mr. Hadis, who was martyred during the movement of 1969 people's upsurge.

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বসত ভিটা (পিঠাভোগ)

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটা হিসাবে খ্যাত কুশারী বাড়ি রূপসা উপজেলার ঘাটভোগ ইউনিয়নের অন্তর্গত পিঠাভোগ গ্রামে অবস্থিত। খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে ৭ কি. মি. দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে পিঠাভোগ কাজদিয়া সেতু পার হয়ে ১ কি. মি. পূর্বে ঘাটভোগ ইউনিয়ন পরিষদের পাকা রাস্তা ধরে খানিকটা অগ্রসর হলে প্রাচীন ভৈরব নদীর ৪০০ ফুট উত্তর পাড়েই বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুশারি বংশের বসতভিটার অবস্থান। উল্লেখ্য এ বংশের পঞ্চানন কুশারি গঙ্গাতীরের গোবিন্দপুরে স্থায়ীভাবে চলে যান এবং তার অধস্তন পুরুষ ঠাকুর হিসেবে পরিচিত হন। ২০১৫ সালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক রবিঠাকুর পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটাকে ১৯৬৮ সালের (সংশোধিত ১৯৭৬ ইং) প্রত্নতাত্ত্বিক আইনের আওতায় সংরক্ষিত পুরাকীর্তি ঘোষণা করা হয়।

Pithavogue: The ancestral homestead of Nobel laureate poet Rabindranath Tagore

The ancestral homestead of Rabindranath Tagore, known as *Kushari Bari* (Home) is in Pithavogue village on the north bank of the Bhairab river adjacent to Ghatvogue Union Council Complex, Rupsha, Khulna. It is a protected archaeological site.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের নামের পরিচিতি

পিঠাভোগ, রূপসা, খুলনা

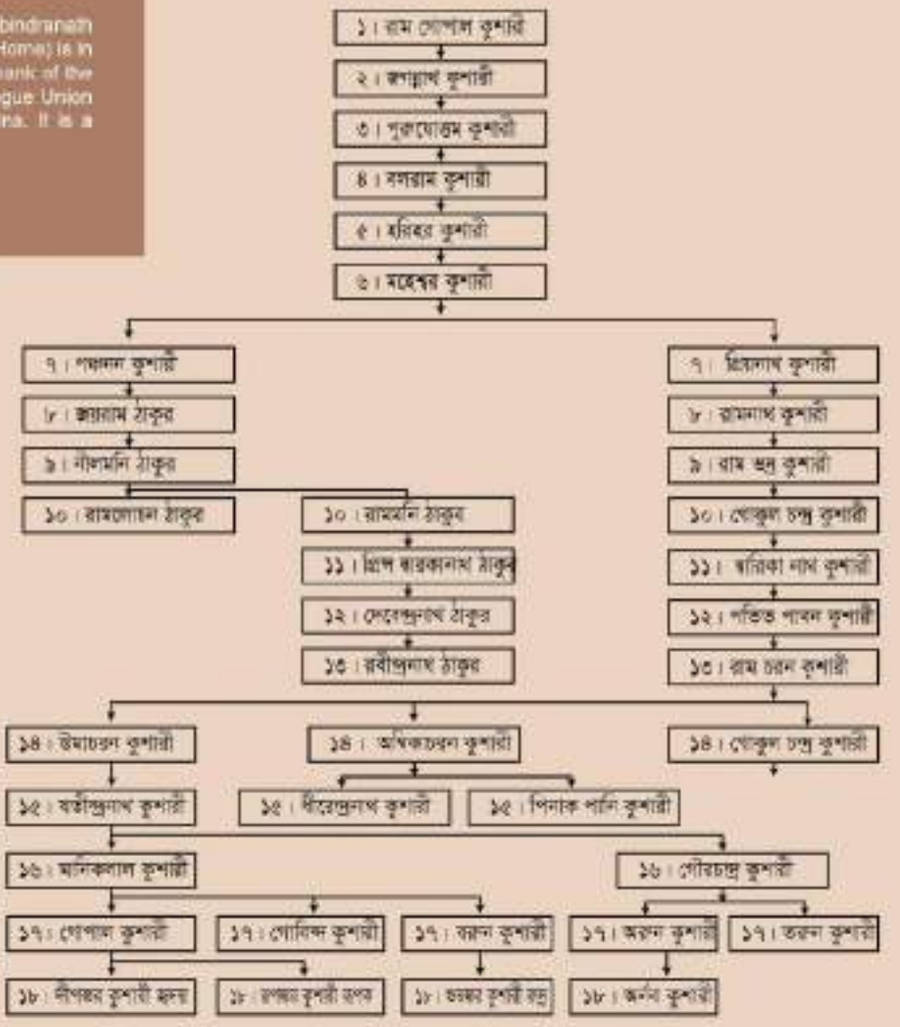

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি, দক্ষিণডিহি

খুলনা জেলার খুলনা উপজেলায় দক্ষিণডিহিতে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরালয় অবস্থিত। খুলনা থেকে ৩৪ কি. মি. দূরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরালয়ে দক্ষিণডিহির বিতল ভবনটি খুলনা যশোর মহাসড়কের বেজেরডাঙ্গা বাস স্টপের ১.৫ কি. মি. পূর্বে অবস্থিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নির্মিত এ ভবনের স্থাপত্য ও গঠন কাঠামোতে বৃটিশ যুগের স্থাপত্যরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

Daksmindihi: Rabindranath Tagor's father-in-law's ancestral homestead

Rabindranath Tagor's father-in-law's ancestral homestead, some 34 kms away from Khulna city, is around 1.5 kms east off Bejerdanga Bus Stop on Khulna-Jashore Highway. The late nineteenth century two-storeyed building bears testimony to British period archaeological features and designs.

স্যার পি.সি. রায়ের বাড়ি

খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার রাড়ুলী গ্রামে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের বাড়ি অবস্থিত। জনশ্রুতি অনুযায়ী ১৮৫০ ইং সনে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের পিতা হরিশ চন্দ্র রায় রাড়ুলী গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য একটি বসত বাড়ি নির্মাণ করেন। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের পিতা ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে গ্রামের বালিকাদের লেখাপড়ার জন্য তার স্ত্রী ভুবন মোহিনীর নামে 'রাড়ুলী ভুবন মোহিনী বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। নারী শিক্ষার প্রসারে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বেথুন কলেজের পর এটি ছিল উপমহাদেশের দ্বিতীয় নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় জনগণের ধারণা, হরিশ চন্দ্র রায় যে বছর তার স্ত্রীর নামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন সেই বছরই তিনি এই বাড়িটি নির্মাণ করেন।

এই বাড়িতেই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৮৬১ ইং সনে ২রা আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। এই অন্দরমহলটি সদর মহলের অনুরূপ স্থাপত্য নকশায় নির্মিত। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বসু চারণ চন্দ্র রায় চৌধুরী ১৯৮২ ইং সনে বাংলাদেশ ত্যাগ করবার সময় পর্যন্ত উক্ত বাড়িতে বসবাস করতেন।

১৯০৮ সালে স্যার পি.সি রায়ের উদ্যোগে রাড়ুলী গ্রামে 'রাড়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক' নামে উপমহাদেশের প্রথম সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন একাধারে একজন বিশ্বখ্যাত রসায়নবিদ, শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক।

Sir P.C. Ray's Home

Acharya Prafulla Chandra Ray's (2 August 1861 – 16 June 1944) ancestral home is in Raduli village, Paikgacha, Khulna, where he was born in. His father, Harish Chandra Ray, founded a girls' school in 1850 in this village after his wife's name Bhuban Mohini, which is the second school for the women in the subcontinent only after the Bethun college of Kolkata. During this time, he also built up this home where Sir P.C. Ray, a world-famous chemist, educator and social reformer, was born in. In 1908 Sir P.C. Ray founded, in his village, 'Raduli Central Co-operative Bank', which was the first Co-operative Bank in the subcontinent.

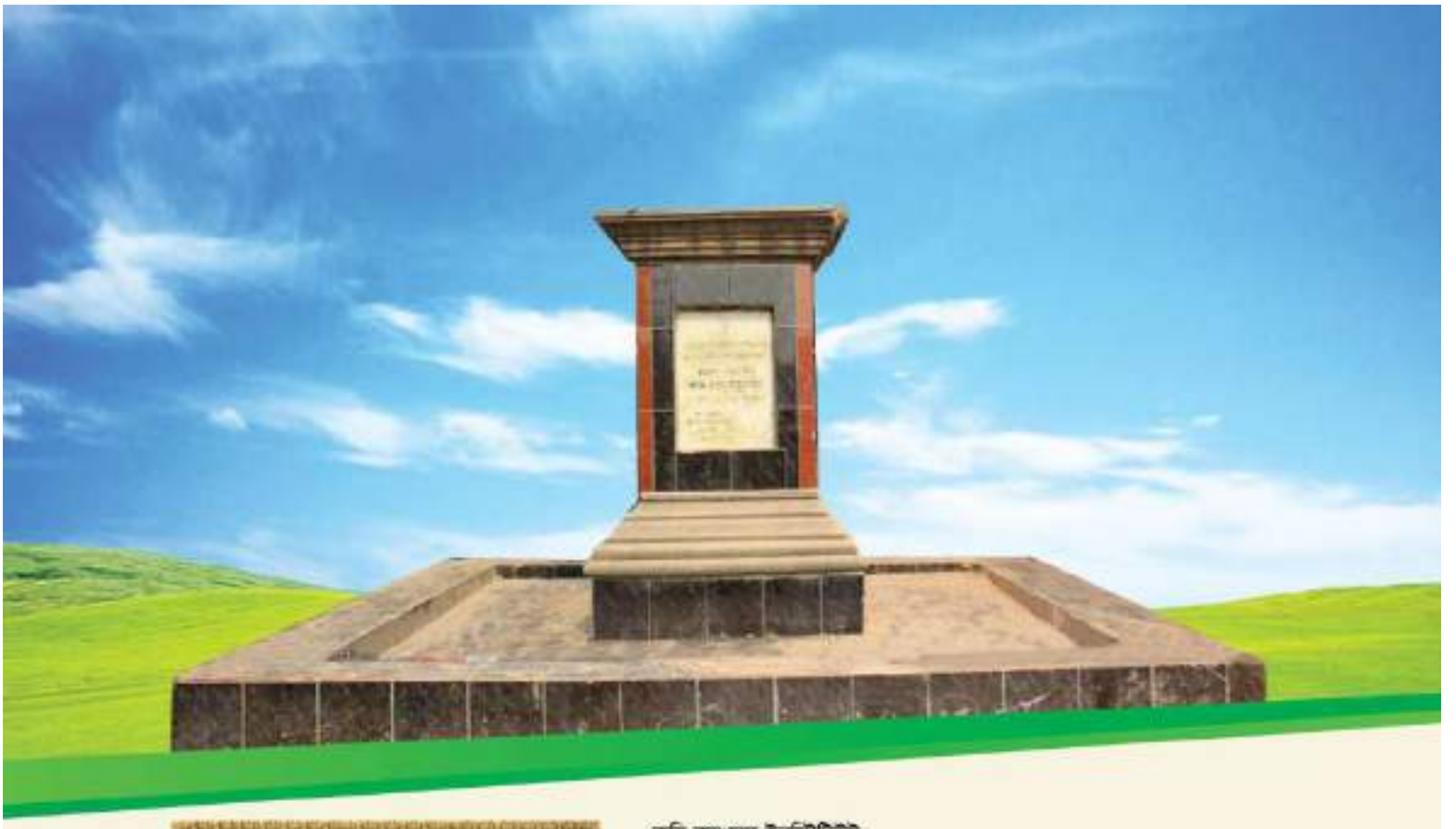

কবি কৃষ্ণচন্দ্র ইনস্টিটিউট

সাহিত্যিক ও সাংবাদিক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সেনহাটি ইউনিয়নের সেনহাটি গ্রামে ১৮৩৪ সালের ১০ জুন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর স্মৃতি বিজড়িত স্থান এবং ব্যবহার্য জিনিস পত্র নিয়ে তৈরি করা হয়েছে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ইনস্টিটিউট জাদুঘর।

কৃষ্ণচন্দ্রের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সদ্ভাবশতক' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। তাই পরিণত বয়সে তিনি 'রামের ইতিবৃত্ত' (১৮৬৮) নামে একটি আত্মচরিত রচনা করেন। মহাভারতের 'বাসব-নহুষ-সংবাদ' অবলম্বনে রচিত তাঁর অপর গ্রন্থ হলো 'মোহভোগ' (১৮৭১), কৈবল্যতত্ত্ব (১৮৮৩) তাঁর একটি দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় তাঁর নাটক 'রাবণবধ'। এ ছাড়া তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পনেরো। তাঁর রচনা প্রসাদগুণসম্পন্ন এবং তাঁর কবিতার অনেক পঙক্তি প্রবাদ বাক্যস্বরূপ, যেমন, 'চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে', 'যে জন দিবসে মনের হরষে' 'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত হে' ইত্যাদি। এসব পঙক্তিধারী কবিতা এক সময় বইয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র সম্পাদিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মনোরঞ্জিকা, কবিতা কুসুমবলী ও দৈভাষিকী। শেষ জীবনে কৃষ্ণচন্দ্র সেনহাটিতে বসবাস করেন এবং বিবিধ সঙ্গীত রচনা করে অবসর জীবন কাটান। ১৯০৭ সালের ১৩ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

Poet Krishnachandra Institute

Poet and journalist Krishnachandra Majumdar (10 June 1834 – 13 January 1907) was born at village Shenhati of Dighalia Upazila, Khulna. Poet Krishnachandra Majumdar Institute at Shenhati, which is 12 kms away from Khulna city, commemorates the things he used and the place he mostly treaded. However, his poems, which are inspirational and proverbial in themes, speak of sublime truth of life. The *Shadbhabshatak* (1861), a celebrated compilation of poems, earned him name as a poet with deep feeling for and insight into human life.

কপিলমুনি দশ শয্যা হাসপাতাল

পাইকগাছা, কয়রা ও তালা থানার লাখ লাখ মানুষের সুচিকিৎসার কথা ভেবে কপিলমুনির প্রয়াত দানবীর রায় সাহেব বিনোদ বিহারী সাধু ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ৭ এপ্রিল ৩ একর জমিতে প্রতিষ্ঠিত করেন ২০ শয্যার ভরত চন্দ্র হাসপাতাল। ভবনটি দেখতে যেন সুরম্য অট্টালিকা। স্থাপন করা হয় ডিসপেনসারী কক্ষ, কলেরা ওয়ার্ড, কর্মচারী কোয়ার্টার, ডাক্তারদের আবাসিক ভবন, লাশ রাখার ঘর, শৌচাগার, অপারেশন থিয়েটার, রেলিঙারি কক্ষসহ লোহার তৈরি ঘোরানো পেঁচানো সিঁড়ি। বর্তমানে হাসপাতালটি কপিলমুনি দশ শয্যা হাসপাতাল নামে পরিচালিত হচ্ছে।

Kapilmuni Hospital

To ensure proper treatment of millions of people of Paikgacha, Koyra & Tala, late Ray Saheb Binod Bihari Sadu built up a hospital covering 3 acres of land in Kapilmuni namely 20-bed Bharat Chandra hospital. The building appears like a grand edifice. With all kinds of modern medical facilities this hospital served millions of people in that time. Now it is running as ten bed Kapilmuni hospital by the government of Bangladesh.

রাড়ুলী ভুবন মোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত ঐতিহাসিক স্মারক

জাহাজ নির্মাণ শিল্প খুলনা শিপইয়ার্ড

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের একটি প্রথম সারির প্রতিষ্ঠান খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ। ১৯৫৪ সালে এটি যাত্রা শুরু করে এবং গত কয়েক দশক ধরে সুখ্যাতির সাথে জাহাজ নির্মাণে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করছে। রূপসা নদীতীরে এলাকায় ৬৮.৯৭ একর ভূমির উপর KSY প্রতিষ্ঠিত এবং সড়ক, রেলপথ ও নৌপথ দ্বারা সহজেই যাতায়াতসাধ্য।

Ship Manufacturing Industry: Khulna Shipyard

Khulna Shipyard managed directly by Bangladesh Navy (BN) is a pioneer organisation in ship manufacturing industry. Founded in 1954, it has been a leading ship manufacturing industry over the decades with global repute and recognition. This industry developed on the bank of river *Rupsha* on 68.97 acres of land is easily accessible by river, road and rail.

The honourable President H.E.Mr. Md. Abdul Hamid inaugurates vessels built by KSY

The honourable Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates vessels built by KSY

খুলনা শিপইয়ার্ড নির্মিত নৌ জাহাজ

Ships built by Shipyard

Khulna Shipyard Limited (KSY)
Bangladesh NAVY

Khulna-9201, Bangladesh
Phone : 880-41-720003
Mobile : 880-01714-334916
Fax : 880-41-720404
E-mail : contact@khulnashipyard.com
Web : www.khulnashipyard.com

খুলনা শিপইয়ার্ড নির্মিত নৌ জাহাজ

Ships built by Shipyard

প্রস্তাবিত শেখ রাসেল ইকো পার্কের প্রবেশ পথ
The entrance of the proposed Sheikh Russel Eco Park

শেখ রাসেল ইকো পার্ক

শেখ রাসেল ইকো পার্কটি ১০১৬ সাল থেকে রূপসা উপজেলার জাবুসা মৌজায় এবং বটিয়াঘাটা উপজেলার মাথাভাঙ্গা মৌজায় জেলা প্রশাসন, খুলনার সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। শেখ রাসেল ইকো পার্কে পিকনিক স্পট, মিনি সুন্দরবন, অডিটোরিয়াম, রেস্ট হাউজ, ওয়াটার ব্রিজ, ওয়াটার ভ্যানসহ সর্বমোট ২৪টি আইটেম স্থান পাবে। এখানে মোট জমির পরিমাণ ৪৩.২৯ একর।

Sheikh Russel Eco Park

Sheikh Russel Eco Park, now in the making on 43.29 acres of land on the bank of exquisitely beautiful river Rupsha, is expected to emerge as a major theme park of this region with facilities that would include lakes, water boats, mini-Sundarbans, resorts and picnic spots, bird and animals' sanctuary, cafe and restaurants and so on.

Khan Jahan Ali Bridge

Khan Jahan Ali Bridge, popularly known as *Rupsha* bridge, with 1.60 kms length and 16.48 meters width, is a superb architectural feat on the excitingly lively *Rupsha* river. The weary citizens of the city find a soothing treat in the evening beauty of the bridge and the river – the murmuring water combined with bridge lightings, and when the full moon is in the sky, it offers a captivating and refreshing sight.

রূপসা পাড়ে খানজাহান আলী সেতু

রূপ চাঁদ সাহার কাটা খালটি আজ বিশাল রূপসা নদী। রূপসা নদীর ওপর সেতুটি হয়েছে বলে একে লোকে বলে রূপসা সেতু। পোশাকি নাম খানজাহান আলী সেতু। সেতুর পশ্চিম প্রান্তের নদীর পাড়ে নগর জীবনে হাঁপিয়ে ওঠা মানুষ ভিড় জমায় প্রতিদিন। বিশেষ করে শুক্রবার জায়গাটি হয়ে ওঠে মানুষের মিলনমেলা। খুলনা শহর থেকে অটোরিকশা যোগে রূপসা ব্রিজে যাওয়া যায়। এই ব্রিজের জ্যোৎস্নাস্নাত রাতের অপরূপ দৃশ্য মনোমুগ্ধকর।

সোনালি আঁশ খ্যাত পাট এবং পাট শিল্পের খুলনা

'সোনালী আঁশ' খ্যাত ঐতিহ্যবাহী পাটই ছিল বাংলার শত বর্ষের ঐতিহ্য এবং অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। মাত্র অর্ধ যুগ আগেও খুলনার পাট শিল্পের ছিল রমরমা অবস্থা। ২০১০ সাল পর্যন্ত দৌলতপুর মোকাম থেকে বিশ্বের ৪২টি দেশে কাঁচা পাট রপ্তানি হয়েছে। বিভিন্ন উপজেলায় নতুন করে পাটের উৎপাদন শুরু হয়েছে। বিভিন্ন নতুন নতুন প্রযুক্তি, জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের ফলে পাটের আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া ৭টি রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকল পুনরায় চালু হয়েছে। রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকলগুলো বর্তমান বাজার অর্থনীতির নিয়ামকসমূহকে কাজে লাগিয়ে সুপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে গেলে খুলনা পাট শিল্পের টেকসই অবস্থান নিশ্চিত করবে।

Potential rebirth of jute – the golden fibre

Once Khulna was globally famous for jute industry. Till 2010 jute products from Doulatpur were shipped to 42 international destinations. However, with the growing demand of natural fibre, hopes for better days of jute industry is shining bright in the horizon. Seven state-owned jute mills that were shut down have been recommissioned. The state-owned jute mills have bright prospects here in Khulna provided they can best exploit market economy dynamics like economy of scale, effective purchasing and marketing policies and practices which simultaneously focus on profit, sustainability and corporate social responsibility.

খুলনার পাট শিল্প

সেমি ইনসেনটিভ চিংড়ি ঘের

Semi Incentive Shrimp Enclosure

রফতানির জন্য চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ

Processing Shrimp for export

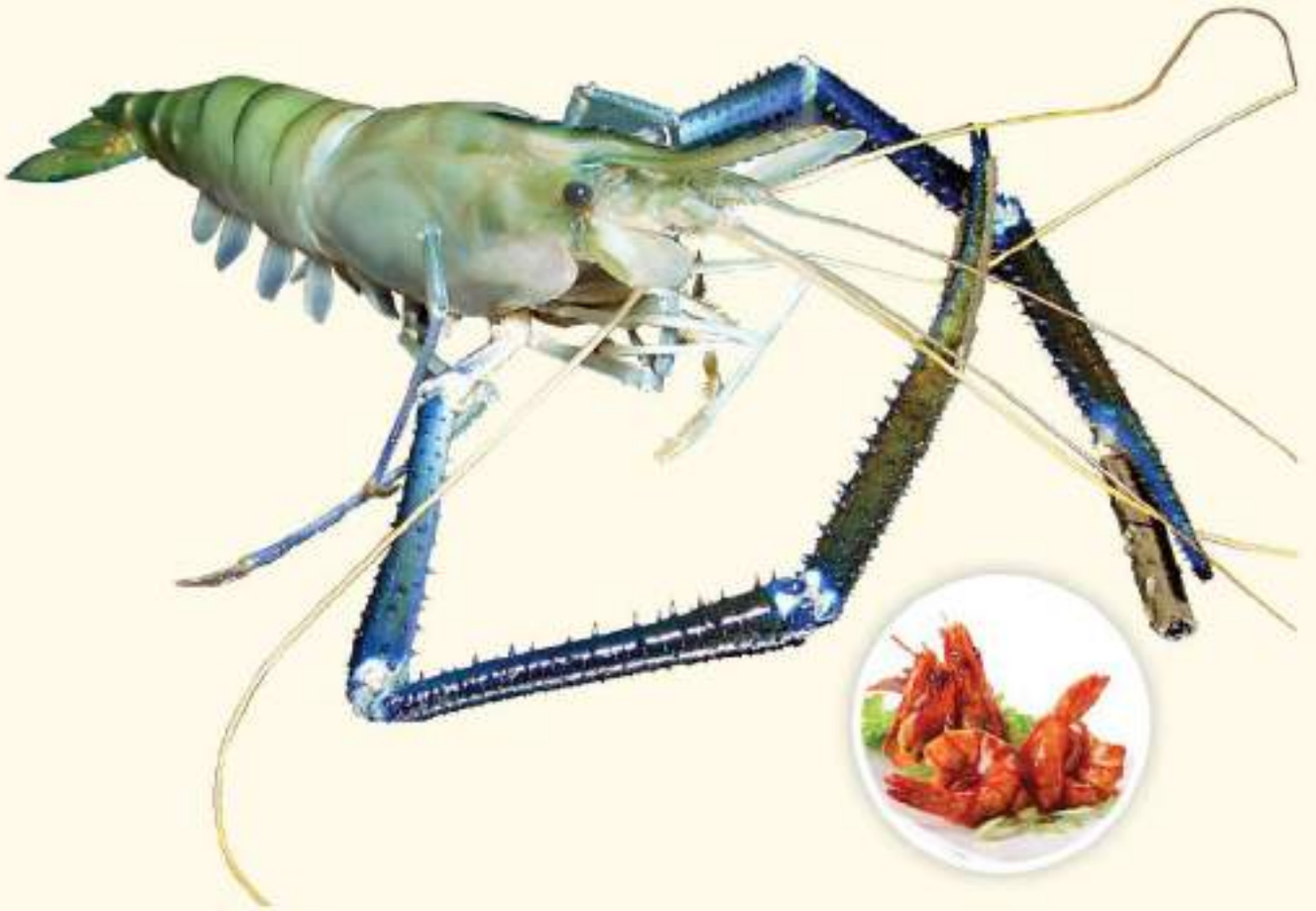

খুলনা জেলার চিংড়ি সম্পদ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত খুলনা জেলা মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় একটি জনপদ। এ জেলায় ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৬৯,৯৬৯টি চিংড়ি ঘের রয়েছে। যার আয়তন ৫৬,১৮৬ হেক্টর বা দেশের মোট চিংড়ি চাষ এলাকার প্রায় ২১ শতাংশ। দেশের মোট ৮৭টি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মধ্যে ৩৯টিই গড়ে উঠেছে খুলনা অঞ্চলে। চিংড়ি সেক্টরকে কেন্দ্র করে চিংড়ি পিএল উৎপাদনকারী হ্যাচারি, বরফ কারখানা, মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী কারখানা, মৎস্য খাদ্য বিক্রয়, পরিবহন, উপকরণ সরবরাহ, আমদানি রপ্তানি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যার মাধ্যমে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

Shrimp industry

Shrimp cultivation is a potentially thriving industry in Khulna. There are around 69969 shrimp enclosures here involving 56186 hectors of land that constitute almost 21% of shrimp cultivation area in Bangladesh. Khulna boasts that 39 of total 87 shrimp processing factories are located in Khulna. Involving shrimp sector a good number of backward and forward linkage industries like hatcheries, fish feeds, ice manufacturing, transportation, export-import and banking businesses have thrived generating employment for a huge sum of people of this region.

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিঃ খুলনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৭ সালের তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এবং পশ্চিম জার্মানীর মেসার্স সিমেন্স এ.জি'র যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটি খুলনায় স্থাপিত হয়। ১৯৭২ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ কপার ক্যাবল উৎপাদন করে দেশের ১০০% চাহিদা পূরণ করে আসছে।

Bangladesh Cable Shilpa Limited

Bangladesh Cable Shilpa Limited is an industry of the Government of the People's Republic of Bangladesh under Posts & Telecommunications Division; Ministry of Posts, Telecommunications and Information Tecnology. It was founded in 1967 as a joint-venture by the then Government of Pakistan and M/s. Siemens A.G of West Germany. Since 1972, this industry has been manufacturing world class telecommunication copper cable and fulfiling the cent-percent national demand.

ঘেরের আইলে সবজি চাষ

খুলনা জেলার মোট চাষযোগ্য জমি ১,৪৮,১৭৩ হেক্টর এর মধ্যে প্রায় ১২,০০০ হেক্টর জমিতে সবজি চাষ হয়। এখানকার সবজি মূলত ঘের কেন্দ্রিক। এখানকার ঘেরের পাড়গুলো অনেক চওড়া এবং উঁচু করে তৈরি করা হয়। এ সমস্ত ঘেরের আইলে বছর জুড়ে বিভিন্ন সবজির চাষ হয়। রবি মৌসুমে টমেটো, বেগুন, করলা, শসা, মিষ্টিকুমড়া ইত্যাদি চাষ করা হয়। খরিপ-১ মৌসুমে মিষ্টিকুমড়া, করলা, লাউ, বেগুন, ঢেঁড়স ইত্যাদি চাষ করা হয় এবং খরিপ-২ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন টমেটো, বরবটি, শিম, করলা, শসা, ধুন্দল, মিষ্টিকুমড়া, লাউ ইত্যাদি চাষ করা হয়। ঘেরের পাড়ের সবজি থেকে বছরে ঘের প্রতি প্রায় ৬০-৭০ হাজার টাকার সবজি এবং ৮০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকার মাছ পাওয়া যাচ্ছে। এ পদ্ধতিতে ক্ষতিকর কীটনাশক প্রয়োগ করা হয় না এবং বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন করা যায়।

Fresh vegetables on fish enclosures' isle

The isles of fish enclosures in Khulna region is a bit wider. On the fertile beds of these isles different vegetables like tomatoes, pumpkins, cucumbers, brinjals, beans etc. are produced in plenty. This method of vegetable cultivation offers some important benefits like (i) optimum utilization of land and (ii) minimum production cost as it requires no pesticides or fertilizer. As a result, along with fish produces, these vegetables have become additional source of income for the farmers. Again, consumers can have fresh vegetables free from harmful chemicals at affordable prices.

মিনি পুকুর দাকোপ মডেলে সমন্বিত সবজি ও মাছ চাষ

দাকোপের শতভাগ জমি লবণাক্ত হওয়ায় এবং ভূগর্ভস্থ পানি শতভাগ লবণাক্ত হওয়ায় এখানে সবজি চাষ অসম্ভব ছিল। মিনি পুকুর দাকোপে অবস্থিত সবজি চাষ মডেল উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত জমিতে মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে। সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক সহায়তায় উপকূলীয় লবণাক্ত জমিতে সবজি উৎপাদনের নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে এবং বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ এবং ভিশন ২০৪১ অর্জনে তথা এসডিজির টেকসই ও উন্নত কৃষি ব্যবস্থা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

Surviving with salinity

Salinity is a severe problem in Dacope sub-district with its entire land and underground water being affected, which rendered vegetables cultivation almost impossible. But an innovative approach titled *Mini Pukur Dacope Model* has successfully made vegetables cultivation possible tackling the challenge of salinity. This approach is being replicated in other salinity-affected sub-districts of Khulna like Botiaghata, Koira and Paikgacha.

কাঁকড়া চাষ

পাইকগাছার চিংড়ি চাষের পাশাপাশি কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষ ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে। উপজেলা মৎস্য অফিসের তত্ত্বাবধানে এ উপজেলার ১৭টি প্রদর্শনী খামারের মাধ্যমে বিশেষ কাঁকড়া 'পেনে' কাঁকড়ার চাষ করা হচ্ছে। এছাড়া কুচিয়ার চাষ জনপ্রিয় করার জন্য ৩টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে।

Crab cultivation – a promising source of profit

Along with shrimp cultivation, crab cultivation is also becoming popular especially in Paikgacha and Dacope sub-districts. The Paikgacha Sub-District Fisheries Department is currently running seventeen demo farms for crab cultivation and in Dacope sub-district crab cultivation in cases is becoming popular. Crab cultivation is profitable as it requires less investment and, most importantly, it is less affected by diseases.

The Legendary Rocket Service

Unlike anywhere in the world, almost hundred years old "Rocket Service" is still being run as public transport with four steamers. The legendary vessels named Lepcha Turn, Ostrich and Mashood Provides a rare experience of safe journey in the waterways with delicious foods and excellent service. Famous personalities like Queen Elizabeth, Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Rabindranath Tagore, Jibanananda Das and Syed Mujtaba Ali were enchanted by their travelling experience with these paddle-Steamers. Four days a week, Rocket Starts for Morolganj from Dhaka. It arrives, only once in a week, in Khulna with an opportunity of enjoyable travel-time of 27 hours.

রকেট

প্রায় শত বছরের পুরনো সরকারি রকেট সার্ভিসের আওতায় এখনো চারটি স্টিমার চলছে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হিসেবে, যা পৃথিবীর কোথাও নেই। লেপচা টার্ন, অস্ট্রিচ ও মাসহুদ নামের ঐতিহ্যবাহী নৌযানগুলোতে নিরাপদ নৌভ্রমণের সাথে সুস্বাদু খাবার ও চমৎকার সার্ভিস পাওয়া যায় যা এক কথায় বিরল অভিজ্ঞতা। রাণী এলিজাবেথ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ও সৈয়দ মুজতবা আলীর মত বিখ্যাত মনিষীরা মুগ্ধ হয়েছেন এই প্যাডেল স্টিমারে চড়ে। সপ্তাহে চার দিন রকেট ছেড়ে যায় ঢাকা থেকে মোড়েলগঞ্জের উদ্দেশ্যে। শুধুমাত্র একদিন খুলনা আসে দীর্ঘ ২৭ ঘন্টার উপভোগ্য একটি সময়কে সঙ্গী করে।

মানববর্জ্য শোধনাগার

খুলনা সিটি কর্পোরেশন, রাজবাঁধ, খুলনা।

Human Waste Refinery

Khulna City Corporation, Rajbadh, Khulna.

খুলনা জেলা প্রশাসন প্রদত্ত ১.৩ একর জমির ওপর মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনার কর্মসূচির অংশ হিসেবে খুলনা নগরীর বটিয়াঘাটা উপজেলার রাজবাঁধে খুলনা-সাতক্ষীরা সড়কের পাশে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় এবং এসএনভি নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় নির্মিত থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে দেড় বছর ধরে গড়ে তোলা মানববর্জ্য শোধনাগারটি। নির্মিত এই মানববর্জ্য শোধনাগার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্যোগের ৩টিতে সম্পূরক হিসেবে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৩, ৫, ৬, ১৯, ১১ অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। যেমনঃ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে শক্তিশালীকরণ, পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বারোপ এবং দারিদ্র্য সীমার নিচের জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন। খুলনা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত দেশের তৃতীয় বৃহত্তম শহর যা ভৈরব এবং রূপসা নদীর তীরে অবস্থিত।

At Rajbadh in Batiaghata Upazilla of Khulna District, a refinery for human waste processing has been established on around 1.3 acres land, acquired by District administration, Khulna. Under the management of Khulna city corporation, the refinery has been constructed based on joint venture technology of AIT, Thailand and KUET, with technical and financial support of SNV netherlands Development Organization.

The refinery will assist to cooperate three initiatives directly of Honorable Prime Minister's In Initiatives. It is also complimentary to fulfill SDG goals 3,5,6,19 & 11. The refinery is situated on river bhairab-Rupsha in Khulna district.

রয়েল মোড়, খুলনা

প্রেমকানন

আনুমানিক ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'প্রেমকানন' বাগিচাটি খুলনা মহানগরীর জোড়াগেটে অবস্থিত। এ বাগানে সুদৃশ্য পাকা দোতলা বাড়ি, পুকুর, চিত্রকলা, বাদ্যযন্ত্র, ব্যায়ামের সরঞ্জামাদি ও সুশোভিত গাছপালা রয়েছে। এই বাগানে পাতা ও গাছ দ্বারা তৈরী বিভিন্ন সুদৃশ্য প্রতিকৃতি যে কোন ভ্রমণ পিপাসুকে সহজেই আকৃষ্ট করবে।

Prem Kanan

The garden 'Prem Kanan', established around in 1929, is located at Joragate in Khulna City. This garden is decorated with a pond, ornamental trees, sculptures and the instruments of physical exercise along with a two-storied building. The spectacular figures and sculptures made of foliage and trees attract the aesthetic sense of the visitors.

খুলনার ঐতিহ্যবাহী নিউ মার্কেট

Historic New Market, Khulna

খুলনার ঐতিহ্যবাহী সন্ধ্যা বাজার

খুলনার ঐতিহ্যবাহী সন্ধ্যা বাজার

[illegible]

Sandhya Bazaar: the legendary kitchen market of Khulna

The Sandhya Bazaar has gained an enormous popularity for the availability of abundant fresh vegetables and a large variety of fishes. This marketplace remains vibrant with the multitudes of customers from the evening to midnight.

চুইঝাল

চুই বাংলাদেশের একটি অপ্রচলিত মশলা জাতীয় ফসল। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, যশোর, নড়াইল এসব জেলার চাষিদের কাছে এটি একটি অর্থকরী সমাদৃত মশলা। মাংস ও মাছ রান্নার মশলা হিসেবে এর জুড়ি নেই।

চুইঝাল কাণ্ড খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। লতানো এই কাণ্ড যে কোন মাংসের সাথে খাওয়া যায়। আঁশযুক্ত নরম কাণ্ডের স্বাদ ঝাল। কাঁচা কাণ্ডও অনেকে লবণ দিয়ে খেয়ে থাকেন। চুই লতার শিকড়, কাণ্ড, পাতা, ফুল-ফল সবই ভেষজগুণ সম্পন্ন।

Chui Jhal: A kind of indigenous hot spice

Chui Jhal, a kind of indigenous hot spice, is very popular in Khulna region. Food connoisseurs can easily feel the difference in flavour and taste of beef and mutton cooked with *chui* spice. *Chui* is, in fact, a kind of plant whose logs full of fibre with hot taste are cut into small pieces like blocks and used in cooking beef or mutton curry.

খুলনার ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ

প্রতি বছর স্থানীয় উদ্যোগে মহাসমারোহে রূপসা নদীতে অনুষ্ঠিত হয় খুলনার ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ। রূপসার দুই পাড়ে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হয়ে এই নৌকা বাইচ উপভোগ করে।

Boat Race; the colorful heritage of Khulna

Every year in the river of Rupsha the Boat Race is aranged locally with great enthusiasm. Thousands of people gather on both sides of Rupsha to enjoy this race.

'খুলনার পটগান–পটগানের খুলনা'

সুন্দরবন সন্নিহিত 'খুলনার পটগানের' মূল বৈশিষ্ট্য 'সুন্দরবনভিত্তিক মিথ' নির্ভর, পৌরাণিক অথবা অলৌকিক। পটের আখ্যানভাগ ছিল হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোককাহিনীভিত্তিক। সুন্দরবনাঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক পীর 'গাজী-কালু-চম্পাবতী'র কল্পিত জীবনযাপনকে উপজীব্য করে নির্মিত পটগান আঠারো শতকে গ্রামবাংলায় খুবই জনপ্রিয় ছিল। গাজী পীরকে মনে করা হতো "বাঘের দেবতা" হিসেবে। বর্তমানে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু যেমন বাল্য বিয়ে, মাদক, নারী শিক্ষা, দুর্যোগ প্রভৃতির সচেতনতার জন্য পটগান প্রচলিত।

Potgun: A popular folk song

Potguns (a kind of musical presentation) originated in the 18th century based on local myths especially referring to the heroism of Gazi Peer dubbed as 'god of tigers' were presented with painted pictures and lyrics acted upon with music. It is just like a dramatic representation of a theme in lyric and music matched with a background of painted pictures rolling down. Nowadays, potguns are no more thematically confined to local myths rather they are mostly used to raise awareness amongst village folks focusing upon different social problems and issues like child marriage, drug addiction, female education, sanitation, disaster management etc.

চিত্রশিল্পী শশীভূষণ পাল জীবন ও কর্ম

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শশীভূষণ পাল ১২৮৪ বঙ্গাব্দের পৌষ সংক্রান্তির দিনে (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) রবিবারে খুলনা জেলার দৌলতপুর থানার মহেশ্বরপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীকান্ত পাল।

১৯০৪ সালে শশীভূষণের প্রতিষ্ঠিত মহেশ্বরপাশা আর্ট স্কুলের নাম তাঁর মৃত্যুর পর রাখা হয় শশীভূষণ আর্ট স্কুল। প্রথমে তিনি নিজ খরচে এই স্কুলটি পরিচালনা করতেন। পরবর্তীকালে এই স্কুলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯১৮ সাল থেকে গভর্নমেন্ট ও জেলা বোর্ড কিছু আর্থিক সাহায্য করত। ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট হিসেবে রূপান্তরিত হয় এবং বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত।

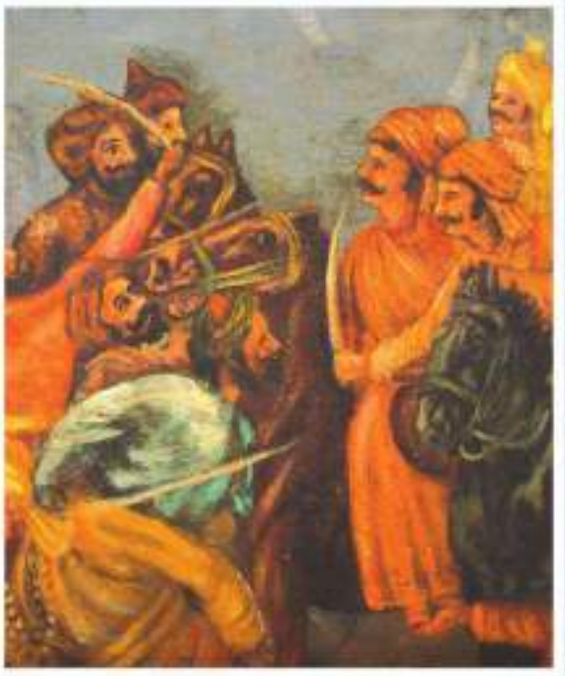

Fine Arts Institute, University of Khulna: A legacy of renowned artist Shoshivuson Pal

Renowned artist Shoshivuson Pal who was born in 1878 in the village Moheshwarpasha of Doulatpur police station, Khulna founded Moheshwarpasha Arts School in 1904, which, after his death, was renamed as Shoshivuson Arts School. Later on, this arts school was transformed as Fine Arts Institute of Khulna University in 2009.

শিল্পীর আঁকা ছবি

খুলনার
ঐতিহ্যবাহী
মৃৎশিল্প

খুলনার
ঐতিহ্যবাহী
মৃৎশিল্প

খুলনার
ঐতিহ্যবাহী
ষাঁড়ের লড়াই

খুলনার
ঐতিহ্যবাহী
ঘোড়দৌড়

ফুলতলার
গামছাশিল্প

ফুলতলার
গামছাশিল্প

কুয়েট

প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত খুলনা প্রকৌশল কলেজ ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে মনোনীত হয়। কুয়েট স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পর্যায়ে প্রকৌশল শিক্ষা প্রদান করে। এছাড়া এখানে সুযোগ রয়েছে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মৌলিক বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার। খুলনা শহরের উত্তর-পশ্চিমে শহরের কেন্দ্র হতে প্রায় ১৩ কি.মি. দূরে ১০১ একর জমির উপর নয়নাভিরাম পরিবেশে কুয়েট ক্যাম্পাস অবস্থিত। দেশে প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষা এবং গবেষণায় নেতৃত্ব-স্থানীয় ভূমিকা গ্রহণে কাজ করে যাচ্ছে কুয়েট।

KUET

Khulna University of Engineering & Technology (KUET) is one of the leading public universities of Bangladesh putting special emphasis on engineering and technological education and research. Established in 1967 as Khulna Engineering College, it was later upgraded and renamed as Khulna University of Engineering & Technology (KUET) in September 2003. KUET offers engineering education in both undergraduate and post-graduate levels, and also offers degree and conducts research in basic sciences at post-graduate level. The campus of this university stands at north-west corner some 12 kms from the city center, in the midst of impressive natural beauty having vast greenery spreading over an area of 101 acres land. KUET is highly motivated to take the leadership in the promotion of technological development and management of the nation with its academic and research endeavors.

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের পাশে গল্লামারিতে ময়ূর নদীর তীরে অবস্থিত দেশের অন্যতম এই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯১ সালের ৩১ আগস্ট ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়টি। বর্তমানে দক্ষিণ জনপদের এই সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছয়টি স্কুল ও একটি ইন্সটিটিউটের অধীনে ২৮টি ডিসিপ্লিনে অধ্যয়ন করছে প্রায় ৭,১৯৮ জন শিক্ষার্থী। বাংলাদেশের এটাই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে ছাত্র রাজনীতি অনুমোদিত নয়।

Khulna University

It is a public university situated at Gollamari by the river Moyur beside Khulna-Satkhira highway. The academic programs of Khulna University started on 31 August 1991 with 80 students in four disciplines. Now Khulna University, the highest seat of learning of this region, has 28 disciplines under six schools and one institute. It is the only university in Bangladesh where student politics is not allowed.

খুলনা বিএল কলেজ

ব্রজলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১৯০২ সালে খুলনার দৌলতপুরে স্থাপিত বিএল কলেজ দক্ষিণ জনপদের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ যা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইংরেজি, বাংলা, দর্শন, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করছে।

Khulna BL College

Govt. B.L. College is a leading educational institution at Daulatpur in Khulna. Founded in 1902 by Brajalal Chaterjee, a patron of education, it is now a university college offering under graduation and post-graduation courses in subjects like Bengal, English, Philosophy, Accounting, Management, Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Mathematics and so on.

Woomeshchandra Public Library

Woomeshchandra Public Library located at Ratansen Saroni is the oldest and probably the richest library in this region. It was established by the landlord of Narail Raybahadur Kironchandra Ray and was named after his father. The 6000 square feet spacious library boasts of its rich collection of 37,975 books which are digitally catalogued. Besides books, people can also read newspapers, journals and periodicals here. This rich repository of knowledge is CCTV-controlled and WiFi-facilitated. An air-conditioned community centre and a seminar room were added to its facilities. The library remains closed on Sunday and can be accessed through its own website: www.woomeshchandra.org.bd.

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি

নড়াইলের তৎকালীন জমিদার রায়বাহাদুর কিরণচন্দ্র অর্থানুকূল্যে তার প্রয়াত পিতা উমেশচন্দ্র রায়ের নামে তৎকালীন খুলনা পৌরসভা ও টাউনহল সংলগ্ন ক্ষুদ্রাকৃতি কক্ষে ১৮৯৭ সালের মে মাসে উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯০ সালে লাইব্রেরি ভবনের দোতলা এবং ১৯৯৫ সালে তিনতলা নির্মাণ করা হয়। পাঠকদের ব্যবহারের জন্য লাইব্রেরিতে বর্তমানে প্রায় ৬ (ছয়) হাজার বর্গফুট জায়গা আছে।

লাইব্রেরিতে বর্তমান বইয়ের সংখ্যা ৩৭,৯৭৫ খানা। গ্রন্থাগার থেকে সদস্যদের বাড়িতে বই নিয়ে পড়ার সুযোগ আছে। প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পাঠকক্ষ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। পত্র-পত্রিকার পাঠকদের জন্য রয়েছে আলাদা পাঠকক্ষ। প্রতিদিন প্রধান জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্র-পত্রিকা এবং সাময়িকী সরবরাহ করা হয়। ওয়াইফাই সংযোগসহ সিসি ক্যামেরা দ্বারা লাইব্রেরিটি নিয়ন্ত্রিত এবং লাইব্রেরির যাবতীয় বই ডিজিটাল ক্যাটালগিং করা আছে। এ গ্রন্থাগারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিলনায়তন ও একটি সেমিনার হল রয়েছে।

বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার

খুলনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

Khulna Medical College & Hospital

শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা

Shahid Sheik Abu Naser Spicialized Hospital

শেখ আবু নাসের বিভাগীয় স্টেডিয়াম

Sheikh Abu Naser Stadium

বিকেএসপি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা

BKSP Regional Traning Centre, Khulna

খুলনা দারুল উলুম মাদরাসা ও মসজিদ

খুলনা এক ঐতিহাসিক নগরী। 'আধ্যাত্মিক সম্রাট' হযরত খানজাহান আলী (রহ.) এর পদস্পর্শে ধন্য খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চল। ১৯৬৭ সালে খুলনা নগরীর প্রাণকেন্দ্রে মুসলমান পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'জামিআ ইসলামিয়া আরাবিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসা'। দানবীর মরহুম আব্দুল হাকীম জোমাদ্দার এ মসজিদ ও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসার মসজিদটির নামই তালাবওয়ালা জামে মসজিদ এবং খুলনা বিভাগের সর্বোচ্চ মিনারের মসজিদ এটি। মসজিদ ও মিনারটির পুরোটাই সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরি। মসজিদটির ২২৬ ফুট উচ্চতার মিনারগুলো অসংখ্য দৃষ্টিনন্দন। যে কোনও মানুষকে অভিভূত করবে। শোভন এ মিনার দেখতে প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে দর্শনার্থী আসেন। মসজিদটির ছাদটি গম্বুজ যা নয়নাভিরাম।

Khulna Darul Ulum Madrasah & Mosque

Khulna is a historic city, glorified with the footprint of khan Jahan Ali (R.). In 1967 an Islamic education centre named 'Jamia Islamia Arabia Darul Ulum Madrasah' was established at Musalmanpara of Khulna. Philanthropist Abdul Hakim Zomaddar established the Madrasah. The adjacent mosque is also known as 'Talabwala Jama Masjid'. The mosque has 226 feet tall minar, beautified with white marble design. Different people across the country visit the Madrasah every Year.

খুলনা টাউন মসজিদ

ডুমুরিয়ার প্রাচীন মসজিদ

জোড়া শিব মন্দির

খুলনা মহানগরীর উত্তরাংশে ৫নং ঘাট সংলগ্ন পাশাপাশি দুটি পূর্বমুখী শিব মন্দির বাংলা ১৩৪৩ সালে স্থাপন করেন বলদেব আগরওয়ালা নামের এক মাড়োয়ারী।

Jora Shiv Mandir

This temple is located at 5 No. Ghat, to the north of Khulna City, and it was established by a Marwari named Baladev Agarwala in 1936 AD.

সেন্ট যোসেফস ক্যাথিড্রাল

St. Joseph's Cathedral

সেন্ট যোসেফস ক্যাথিড্রালের প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৭৯ খ্রীস্টাব্দ

খুলনা সার্কিট হাউজ

খুলনা সার্কিট হাউজ

খুলনা শহরের প্রাণকেন্দ্র ডাক বাংলো মোড় থেকে প্রায় দেড় কি.মি. দূরে সার্কিট হাউজের অবস্থান।

যোগাযোগ :
ফোন : ০৪১-৭২৫২৩৩
মোবাইল : ০১৭১১-৪০২০১৭

Khulna Circuit House

Khulna Circuit House is about 1.5 K.M. away from the heart of Khulna City known as Dak Banglow More.

Contact :
Phone : 041-725233
Mobile : 01711-402017

খুলনা জেলা পরিষদ

জেলা পরিষদ খুলনা ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পুনর্গঠন করা হয় ১৯৮২ সালে। বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন ১৮৮৫ অনুসারে সর্বপ্রথম জেলা বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯৫৯ সালে জেলা বোর্ডের নাম পরিবর্তন করে জেলা কাউন্সিল রাখা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে জেলা কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে 'জেলা পরিষদ' রাখা হয়। জেলা পরিষদের কার্যাবলী হচ্ছে রাস্তা, ব্রীজ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ইত্যাদি দায়িত্বের সাথে জেলার ইউনিয়ন পরিষদগুলোর সমন্বয় সাধন করা। বর্তমানে খুলনা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব শেখ হারুনুর রশীদ।

Khulna Zilla Parishad

Zilla Parishad Khulna was established in 1885 and re-organized in 1982. Under the Bengal Local Self-Government Act, 1885 Zilla Board was set up initially. In 1959 Zilla Board tramformud into Zilla Council. Later in 1976, Zilla Council had been renamed as zilla parishad. The Functions of the Zilla Parishad include construction and maintenance of roads and bridges, building school-college, hospital, sanitation etc and co-ordination of the union parishecs within the district. Mr. Shekh Harunur Rashid is currently sewing as the Chairman & Khulna Zilla Parishad.

খুলনা জেলার উপজেলা অফিসসমূহ

Upazilla Complex Buildings of Khulna District

উপজেলা পরিষদ, রূপসা, খুলনা।

উপজেলা পরিষদ, তেরখাদা, খুলনা।

উপজেলা পরিষদ, ডুমুরিয়া, খুলনা।

উপজেলা পরিষদ, কয়রা, খুলনা।

উপজেলা পরিষদ, দাকোপ, খুলনা।

উপজেলা পরিষদ, দিঘলিয়া, খুলনা।

উপজেলা পরিষদ, ফুলতলা, খুলনা।

উপজেলা পরিষদ, পাইকগাছা, খুলনা।

উপজেলা পরিষদ, বটিয়াঘাটা, খুলনা।

জেলা প্রশাসক বাংলো

জেলা প্রশাসকের বাংলো রূপসা নদীর তীরে অবস্থিত। বাংলা সাহিত্যের প্রথমপুরুষ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর স্মৃতিধন্য খুলনার জেলা প্রশাসকের এই বাংলো খুলনা শহরে নির্মিত দ্বিতীয় পাকা ভবন। ১৮৬৩-১৮৬৯ সালে মহকুমা খুলনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর থাকাকালীন এই বাংলোই ছিল তাঁর বাসস্থান। রূপসা নদীর তীরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী এই বাংলোর বকুলতলায় বসেই কবি রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রেমের উপন্যাস 'কপালকুন্ডলা'।

DC Bungalow

DC Bungalow overlooking the beautiful *Rupsha* river is a proud administrative legacy of this region down from the British period. This is the second oldest building in Khulna city. The striking speciality that makes it a part of proud history is that the great litterateur Bankimchandra Chaterjee, who was the Deputy Magistrate and Deputy Collector of Khulna sub-division, wrote the first romantic novel of Bangla literature sitting under the Bakul tree overlooking the mesmerizingly beautiful river *Rupsha*.

বর্তমানে সংরক্ষণ করা বকুল গাছ

Bakultala

The historical *Bakul* tree has been preserved by the deputy commissioner, Khulna which was severly damaged by the cyclone AILA in 2009

ঘূর্ণিঝড় আইলায় ভেঙ্গে যাওয়ার আগে ঐতিহাসিক বকুল বৃক্ষ

বকুলতলা

বকুল গাছটি ২০০৯ সালের ২৫ মে 'আইলা' নামক ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে। বর্তমানে প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া গাছের কাণ্ডটি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

নগর ভবন

নগর ভবন

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় নগর ভবন শহীদ হাদিস পার্কের সম্মুখে অবস্থিত। নান্দনিক স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত এই নগর ভবনটি খুলনা শহরের অন্যতম একটি দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা।

The Nagar Bhabon

The Nagar Bhaban which is the headquarter of Khulna City Corporation is a beautiful white building overlooking Shaheed Hadis Park. This building, constructed with an architecture of aesthetic value, is one of the spectacular landmarks of Khulna City.

খুলনা সিটি কর্পোরেশন

খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কেসিসি) ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বিভাগীয় সিটি কর্পোরেশন। ১৯৮৪ সালে এটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের আয়তন ৪৫.৬৫ বর্গ কি.মি. এবং বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ লক্ষ।

Khulna City Corporation

Khulna City Corporation (KCC), established in 1990, is one of the major divisional city corporation in Bangladesh. In 1984 it was established as a municipal corporation. It has an area of 45.65 sq. k.m. with a population of 1.5 million.

খুলনা নতুন রেল স্টেশন
New Khulna Rail Station

পুরাতন খুলনা রেল স্টেশন
Old Khulna Rail Station

জেলা প্রশাসন, খুলনার উদ্ভাবনী উদ্যোগ "চাইল্ড ইনটিগ্রিটি ও শিশু বঙ্গবন্ধু ফোরাম"

জেলা প্রশাসন, খুলনার উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে শৈশব থেকেই শিশুদের মধ্যে নৈতিকতা, মূল্যবোধ, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বীজ প্রোথিত করার এক অনন্য প্রয়াসের প্রতিফলন ঘটেছে 'চাইল্ড ইনটিগ্রিটি ও শিশু বঙ্গবন্ধু ফোরাম'-এ। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ইতোমধ্যে মহানগর ও উপজেলা পর্যায়ের অধিকাংশ স্কুল কলেজে স্থাপিত হয়েছে এ ফোরাম। ইতোমধ্যে এ ফোরামের ব্যবস্থাপনায় ১০ জানুয়ারি, ২০১৯ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে ১৯২০ শিশু বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে, ৭ই মার্চ, ২০২০ তারিখে ১৯২০০ শিশু বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে এবং সর্বশেষ ৭ই মার্চ, ২০২১ তারিখে জুম ওয়েবিনারের মাধ্যমে দেড় লক্ষাধিক শিশু বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ অনুষ্ঠান মুখস্থ আবৃত্তিকরণ সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানগুলো সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং গণমাধ্যমে এধরণের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। খুলনাবাসীদের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধনে এ ফোরাম কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে সকল সংশ্লিষ্টজনদের প্রত্যাশা।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক "চাইল্ড ইনটিগ্রিটি ও শিশু বঙ্গবন্ধু ফোরাম" পরিদর্শন

"চাইল্ড ইনটিগ্রিটি ও শিশু বঙ্গবন্ধু ফোরাম" এর নমুনাচিত্র

Innovative Idea of District Administration, Khulna "Child Integrity and Shishu Bangabandhu Forum"

With a new to inculcating the motives of ethics, values and spirit of Bangabandhu & Liberation war in the thoughts of children from the very beginning of life, District Administration, Khulna has taken are innovative initiative of esladish "Child Integrity and Shishu Bangabandhu Forum" at every school and college. Under the management of this refractive form, on the last 10th January, around 1920 "Shishu Bangabandu" took sorts in the recitation from memory proem of the "Historic 7th March Speech"; while the number of "Shishu Bangabandhu" raised to 19,200 at 7th Moroh, 2020 and more than 1,50,000 through Zoom webiner at 7th March, 2021. The Programmes were immensely lauded at local and national media. of course, the form would contribute remarkably for the intellectual upgrodation of the natives of Khulna District.

১০ জানুয়ারি, ২০২০ জেলা স্টেডিয়ামে ১৯২০ শিশু বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে 'কাউন্ট ডাউন: প্রথম প্রহরে মুজিববর্ষ' অনুষ্ঠানে '৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ' অনুষ্ঠান

৭ই মার্চ, ২০২১ জুম ওয়েবিনারের মাধ্যমে দেড় লক্ষাধিক শিশু বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ অনুষ্ঠান

৭ই মার্চ, ২০২০ জেলা স্টেডিয়ামে আগত অতিথিবৃন্দ

৭ই মার্চ, ২০২০ জেলা স্টেডিয়ামে ১৯,২০০ শিশু বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে '৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ' অনুষ্ঠান

"৮ইন্ড ইনটিগ্রিটি ও শিশু বঙ্গবন্ধু ফোরাম" উদ্বোধন অনুষ্ঠান

৭ই মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে আগত অতিথিবৃন্দ

শেখ রাসেল
ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব কাপ টেনিস টুর্নামেন্ট ২০১৯

১৩ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ থেকে বিভিন্ন মহাদেশের ১৮ টি দেশের ২০ টি ক্লাবের মোট ৬৪ জন খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণে শুরু হয় বাংলাদেশ টেনিস ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আয়োজন 'শেখ রাসেল ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব কাপ টেনিস টুর্নামেন্ট, ২০১৯'। জেলা প্রশাসন, খুলনার আয়োজনে এ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ক্যামেরুন, ইতালি, নেপাল, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, পাকিস্তান, ভুটান, ভারত, ইরাক ও স্বাগতিক বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টটি সর্বমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয় এবং এটি জেলা প্রশাসনের সক্ষমতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করছেন

টুর্নামেন্টের উদ্বোধন কালে শেখ রাসেল টেনিস কমপ্লেক্স মাঠে অন্যান্য অতিথিবৃন্দের সাথে টুর্নামেন্টের আহবায়ক মোহাম্মদ হেলাল হোসেন পিএএ

Sheikh Russel
International Club Cup
Tennis Tournament
2019

Under the initiative of District Administration, Khulna & the management of Officers Club, Khulna, the greatest event in the history of Bangladesh Tennis was organized named as "Sheikh Russel International Club Cup Tennis Tournament 2019". In the tournament, 64 players from 18 Countries around the world took part to glorify the event. Honorable Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the event on 13 November, 2019 through video Conference. Among the Participants, players from USA, Australia, UK, Korea, Mongolia, Italy, Tunisia, India, Thailand, Cameroon, Nepal, Srilanka, Tajikistan, Turkmenistan, Pakistan, Bhutan, Iraq and host Bangladesh enlighten the event. The tournament was highly appreciated all across the country along with international media. The event was undoubtedly the reflection of innovative capacity of District Administration.

পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপের ট্রফি হাতে নিতিন কুমার সিনহা ও এরাম নর্থেলি

শহিদ হাদিস পার্কে আয়োজিত ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠান

মহিলা এককে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপের ট্রফি হাতে মারগো
চথোমজাক ও যুবরানী ব্যানার্জী

City Inn Ltd.

B-1, Mojid Sarony
KDA C/A, Khulna- 9100, Bangladesh
Phone : +880-41-2834067-72
Mobile : +8801711298501
Fax : +880-41-724844
E-mail : cityinnltd@gmail.com
Website : www.cityinnltd.com

Tiger Garden Internationl Hotel

01, KDA Avenue, Shibbari More, Khulna
E-mail : bookingtigergarden@gmail.com
Website : www.tigergardenhotel.com
Booking : 041-721108, 041-722818
01712-257030, 01769-056368
Front Desk : 01711-257030
Restaurant : 01959-977228

Hotel Ambassador

49, K.D. Ghos Road, Helatala
Khulna, Bangladesh
Phone : 041-722370, 722371
Mobile : +880-1976-338800
Email : info@hotelambassadorbd.com

Hotel Royal International

A33 K.D.A. Avenue, Khulna-9100, Bangladesh
Phone : +88 041-721638-9, 813067-9
Front Desk : +88 01718-679900, 01678-674411
Restaurant : +88 01678-674422
E-mail : hotelroyal1984@gmail.com
Website : www.hotelroyalintl.com

Hotel Jalico

77, Lower Jessore Road, Khulna-9100, Bangladesh
Phone : +88 041-725912, 2831962, 810933, 811883
Mobile : +88 01715-743477
Fax : +88 041-724048
E-mail : jalickhotel@yahoo.com
Website : www.hoteljalico.com

Western Inn International Ltd

51, Khan-a-Sabur Road, Upper Jessore Rd, Khulna 9100
Phone : +88-041-810899, 810928, 724754, 720637
Mobile : +88-01711-431000
E-mail : info@western-inn.com, western@bttb.net.bd,
western@khulna.bangla.net
Website : www.western-inn.com

Hotel Millennium

Bi4 Majid Sarani
Khulna 9100, Bangladesh
Phone : +88 041-733091
E-mail : millennium@khulna.bangla.net
Website : hotelmillennium.com.bd

Hotel Castle Salam

G-8, KDA Avenue, Khulna
Phone : 880-41-720160, 880-41-732790
880-41-732791, 880-41-732792
E-mail : hotelcastlesalam@gmail.com
Website : http/www.hotelcastlesalam.com

The Grand Placid

4/5 Shor E Bangla Road, Near Moylapota Circle,
Khulna, Bangladesh
+880 131 234 7373
+880 171 375 9000
Email : info@thegrandplacid.com
reservation@thegrandplacid.com

Hotel D.S Palace

29, Sir Iqbal Road, Dharmashova
Khulna-9100, Bangladesh
Phone : 041-732775-6
Mobile : +880-1733-373023
Email : hoteldspalace@gmail.com
website : hoteldspalace.com

Pugmark Tours and Travels
KDA Building, Shibbari More, Khulna, Bangladesh
Phone : +88041-731507, +8801919298000
Webmail : info@pugmarkbd.com
Weebsite : www.pugmarkbd.com

Royal Vision Tourism
19, BWTA Tarminal, Lanchghat, Khulna, Bangladesh
Phone : +8801712-100337, 01912-667621
E-mail : info@royalvisiontourism.com
royalvisiontourism@yahoo.com

Zipsi Tours & Travels
78, Faragipara main road, Khulna, Bangladesh
Phone : +8801714-076502

Mangrove Tours & Travels Ltd.
13, Sheikpara main road, Khulna, Bangladesh
Phone : +8801715-001181, 01711-313901
E-mail : mangrovetourstravelsltd@gmail.com

The Mangrove Tours & Travels
BWTA Tarminal, Lanchghat, Khulna, Bangladesh
Phone : +8801716-279404, 01717-721236
E-mail : info@mangrovetours.com

The Southern Tours & Travels
Singapur market, Mongla, Bangladesh
Phone : +8801790-707378, 01919-773361

Beautyful Bangladesh Tours & Travels
185, BK Main Road, Khulna, Bangladesh
Phone : +8801911-287729, 01511-287729

Rupantar Eco-Tourism
7, Haji Mohsin Road, Khulna, Bangladesh
Phone : +88 041 720629, +88 01711 829414
Weebsite : www.rupantarecotourism.com

Ever youth Tourism
26/1, Basupara main road, Khulna, Bangladesh
Phone : +8801915-357181, 01789949919
01914-669688
E-mail : everyouth2010@gmail.com

Arangar Tours & Travels
Faragipara main road, Khulna, Bangladesh
Phone : +8801817403070, 01998-015000

The JRS Tours & Travels
Mongla port, Mongla, Bagerhat, Bangladesh
Phone : +8801711-450462, 01919-079829
E-mail : mdarnadul682@gmail.com

Sundarban Wonders Tourism
BWTA Tarminal, Lanchghat, Khulna, Bangladesh
Phone : +8801915-440942, 01714-868316
E-mail : sundarbanwonderstourism@gmail.com

Famous Mangrove Tours & Travels BD
87, MT Road, Khulna, Bangladesh
Phone : +8801707-700111, 01882-009090

YC Resort & Picnic Corner
Gopalkhali, Botiaghata, Khulna
Phone : +88 01710-222888

খুলনা জেলার ত্রিবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সময়সীমা
১	ট্যুরিজম বোর্ডের সাথে সমন্বয় করে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে দেশব্যাপী খুলনার পর্যটন শিল্পের ব্র্যান্ডিং প্রসার	জানুয়ারি ২০২২
২	পর্যটন কেন্দ্র সমূহের যথাযথ এবং যৌক্তিক সংস্কার।	মার্চ ২০২২
৩	পরিবহন সমিতির সাথে আলোচনান্তে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত হতে পর্যটনকেন্দ্র অভিমুখে বিশেষায়িত পরিবহন ব্যবস্থা চালুকরণ।	ডিসেম্বর ২০২১
৪	পর্যটন কেন্দ্র সমূহের সড়কের অস্থায়ী স্থাপনা উচ্ছেদ এবং রাস্তা প্রশস্তকরণ।	মার্চ ২০২২
৫	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরিত প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে উদ্যোগে উপকূলীয় উপজেলা গুলোতে 'মেরিন ড্রাইভ' নির্মাণ।	ডিসেম্বর ২০২৩
৬	বটিয়াঘাটা উপজেলায় জেলা প্রশাসন, খুলনার পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরিত প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে 'বঙ্গবন্ধু বোটানিক্যাল গার্ডেন' স্থাপন।	ডিসেম্বর ২০২৩
৭	শহরের প্রবেশ মুখে সুন্দরবন গেট নির্মাণ	আগস্ট ২০২২
৮	শহরের কেন্দ্র স্থলে সুন্দরবন চত্বর স্থাপন	মার্চ ২০২২
৯	শেখ রাসেল ইকোপার্কে সৌন্দর্য বর্ধক বৃক্ষ, ফোয়ারা ইত্যাদি স্থাপন।	ডিসেম্বর ২০২২
১০	স্থানীয় পত্রিকা, কেবল টিভিতে পর্যটন কেন্দ্র নিয়ে নিয়মিত ফিচার প্রকাশ।	আগস্ট ২০২১
১১	প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রের অভ্যন্তরে পর্যটকদের সহায়তা এবং তথ্য সরবরাহের জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত 'গাইড' নিয়োগ।	মার্চ ২০২২
১২	সকল পর্যটন কেন্দ্রের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান স্থানে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কাস্টোডিয়ানের ফোন নাম্বার সম্বলিত ফলক স্থাপন।	মার্চ ২০২২
১৩	বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য অন্তত ১টি করে ফিল্টার স্থাপন।	ডিসেম্বর ২০২১
১৪	প্রত্যেক স্পটের প্রবেশ পথে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত একটি টিকেট কাউন্টার, ইনফরমেশন ডেস্ক ব্যবস্থা চালুকরণ।	মার্চ ২০২২
১৫	প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রে অন্তত একটি করে ফুড কোর্ট স্থাপন।	মার্চ ২০২২
১৬	প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইটে 'বাঘের গর্জন, সমৃদ্ধি অর্জন' লোগো ব্যবহার।	মার্চ ২০২২

Action Plan of Khulna District

Sl. No.	Actions	Tenure
1	In Coordination with the tourism board, Spreading of the District Branding across the country under the initiatives of District Administration	January 2022
2	Logical & Proper renovation of the tourist spots	March 2022
3	As par discussion with the transportation owner agency, launching of specialized transportation towards tourist spots	December 2021
4	Eviction of the illegal establishments and Extension of extending the highways towards tourist spots	March 2022
5	Construction of 'Marine Drive' across the coastal Upazillas as par the proposal sent to the Ministry of Civil Aviation and Tourism	December 2023
6	According to the Plan of District Administration, Khulna, establishment of 'Bangabandhu Botanical Garden' in Batiaghata Upazila	December 2023
7	Construction of 'Sundarban Gate' at the entrance of the City	August 2022
8	Establishing 'Sundarban Square' at the Centre of the city	March 2022
9	Establishing fountain and planting trees at Sheikh Russel Ecopark	December 2022
10	Publication of regular features about tourist spots at cable TV and local newspapers	August 2021
11	Skilled and Trained 'Guide' assignment at the tourist spots	March 2022
12	Establishing billboards with the contact numbers of Deputy Commissioner, UNO, OC and Custodian at all tourist spots	March 2022
13	Installing at least one filter for pure water supply	December 2021
14	Launching Ticket Counter & Information Desks with modern facilities at each tourist spot	March 2022
15	Establishing at least one food court at each tourist spot	March 2022
16	Applying the District Tagline logo at the Website of each educational institution	March 2022

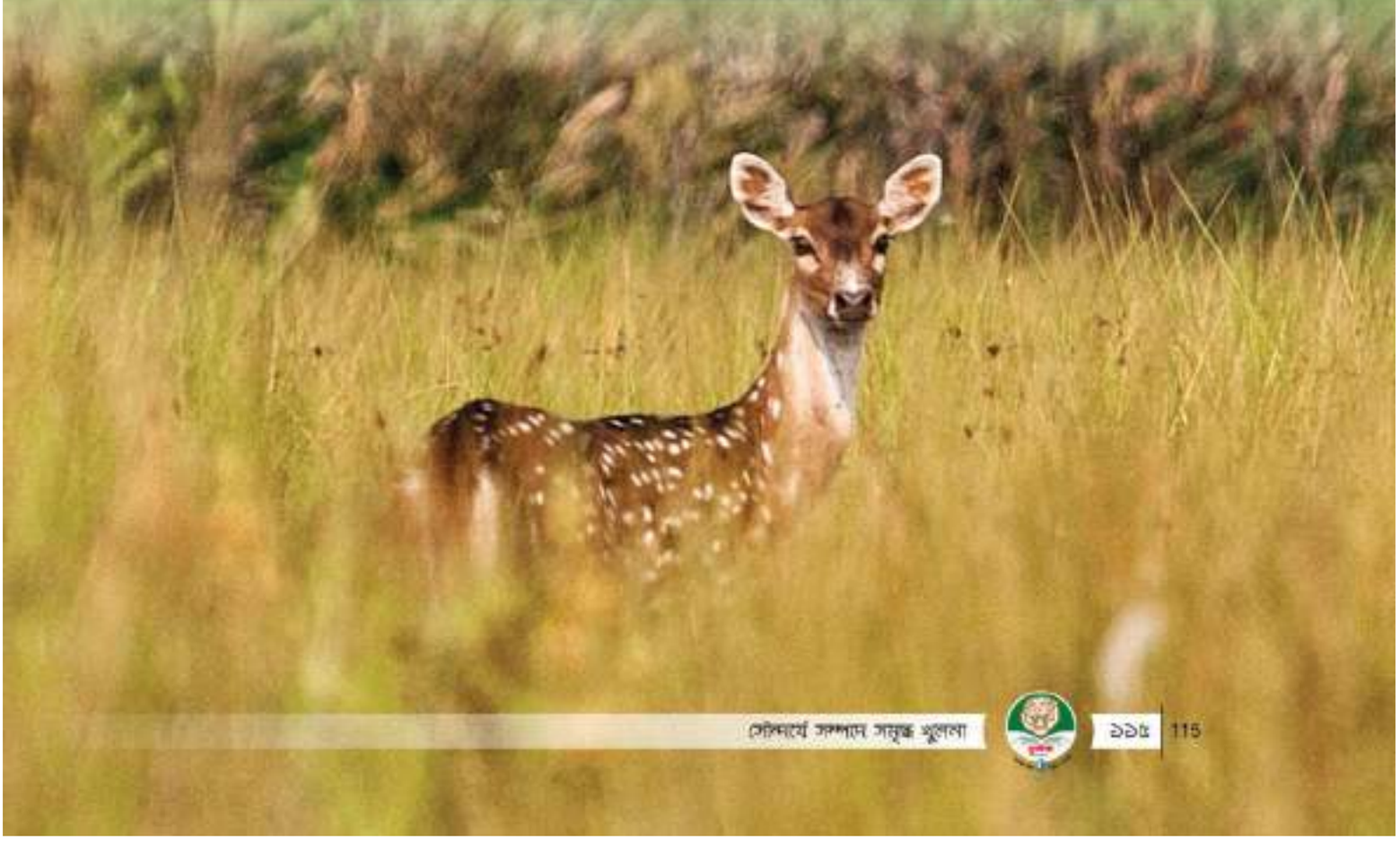

Every district in Bangladesh has some distinctiveness. Some districts are famous for tourist attractions, some for a specific product, some others for a people-oriented program and still others for a heritage. District branding is a program under which a detailed and comprehensive action plan is drawn up in order to foster the potentials and distinct qualities of a district while incorporating the history and heritage of the district as well as integrating the people and proper measures are taken to implement the program.

The a2i Program of the Prime Minister's Office has taken up this district branding program in order to assist the implementation of the visions of the government to make Bangladesh a middle-income country by 2021 and a developed and prosperous country by 2041. As part of the program, the district administration of Khulna has prepared this brand book incorporating all the historical, cultural and tourist elements of Khulna. This brand book will introduce Khulna to the country and the world.

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার কোনো না কোনো বিশেষত্ব রয়েছে। কোনো জেলা পর্যটনের জন্য, কোনো জেলা কোনো বিশেষ পণ্যের জন্য, আবার কোনো জেলা কোনো জনমুখী উদ্যোগ বা অন্য কোনো ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত। জেলা-ব্র্যান্ডিং এমন একটি কার্যক্রম যার আওতায় একটি জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্যকে বিবেচনায় রেখে জেলার সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে তার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাকে বিকশিত করার লক্ষ্যে সার্বিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের যে রূপকল্প রয়েছে তা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই উদ্যোগে সাড়া দিয়ে খুলনা জেলা প্রশাসন খুলনার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে উপজীব্য করে এই ব্র্যান্ডবুক প্রণয়ন করেছে।